লোকে বলত পিচার সাহেবের বাংলো। সে সব অনেক আগেকার কথা। লোকমুখে শোনা কথা। তারপর কলকাতার খুব নাম করা একজন ডাক্তার সে বাড়ি কিনে নিয়ে নাম দেন 'কণিকা'। তাঁর চলে যাওয়া স্ত্রীর নামে। তারপর তিনিও গত হওয়াতে তাঁর ভাইপোরা রাঁচির এক বড় বাঙালি উকিলকে বিক্রি করে দেন। 'কণিকা' নেম প্লেট উঠিয়ে সেখানে সাদা মার্বেল-এর উপরে কালো অক্ষরে লেখা হয় The Retreat।

মধুপুর, গিরিডি, দেওঘর, শিমুলতলা, হাজারিবাগ, হাজারিবাগ রোড (সারিয়া) ইত্যাদি জায়গাতে মার্বেলের বিরাট বারান্দাওয়ালা কত বাঙালির বাড়ির নামই যে 'The Retreat' তার ইয়ত্তা নেই। সেই মার্বেলের চাতালে তখন নাদির আলপনা দিয়ে লম্বকর্ণ চরে বেড়ায়। নয়তো তাস-দাবার আড্ডা বসে। কোথাও বা চুল্লুর ঠেক। কিন্তু হাজারিবাগ শহরের এই আগুনে রাঁচির ব্যারিস্টার শ্রী ধীরেন রায়-এর The Retreat সেই পর্যায়ের বাড়ি নয়। ঝকঝক তকতক করে বাড়ি। দেখাশোনার জন্যে চারজন লোক আছে। দুজন মালি, একজন কুক, একজন বেয়ারা, দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর। রায় সাহেব আগে

বছরে চার পাঁচবার আসতেন। এখন ঝাড়খন্ড হয়ে যাবার পরে, রাঁচিতে পার্মানেন্ট হাইকোর্ট বসাতে, তাঁর প্রচণ্ড পসারের চাপে, অতবার আর আসতে পারেন না। ক্রিসমাসে অবশ্যই আসেন। অন্য সময়ে ওঁর পরিচিত বা আত্মীয়-স্বজনরা আসেন।

আমার কাকাও উকিল বলে কাকা রায়সাহেবের খোঁজখবর তো রাখেনই এবং তিনি সে বাড়ির বিনি-মাইনে কেয়ারটেকারও বটে।

হাজারিবাগ সেশানস কোর্ট থেকে যে সব আপিল রাঁচির হাইকোর্টে যায় সেগুলো কাকা সব রায়সাহেবকেই দেন। রায় সাহেব আমার কাকা শ্রী গোপেন সামন্তকে বিশেষ স্নেহ করেন বলে অতি অল্প ফিস নিয়েই কাকার আপিলগুলো করে দেন। আমি কাকার জুনিয়র হয়েছি বালিগঞ্জের ল কলেজ থেকে পাস করে এসে দুবছর হল। সে জন্যেই এসব খবর রাখি। আসলে The Retreat-এর কেয়ার টেকিং আমাকেই করতে হয়, কাকা সময় পান না। প্রতি সপ্তাহের শনিবারে গিয়ে লোকজনের মায়না, কুকুরের খাবারের টাকা, ইলেকট্রিক ও টেলিফোন বিল, মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স ইত্যাদি যখন আসে তখন আমিই দিয়ে থাকি। রায় সাহেব মাঝে মাঝে থোক টাকা পাঠান। একটা আলাদা খাতাতে জমা খরচের হিসেবও আমাকেই রাখতে হয়। তাতে অসুবিধে হয় না কোনও। কারণ, আমি বি কম পাশ করেই ল পড়ি। ইচ্ছে ছিল সি এ পড়ার। কলকাতার একটি নামী ফার্মের সঙ্গে বাবা কথাও বলে রেখেছিলেন। কিন্তু যেবার এন্ট্রান্স পরীক্ষা দেব সেবারই বাবা একদিন হঠাৎ অফিসেই স্ট্রোক হয়ে চলে যান। তাঁর রিটায়ার করার কথা ছিল পরের বছর।

মা, বাবার মৃত্যুর পরেই বারবার বলতে লাগলেন, সি এ-র মতো অত কঠিন পরীক্ষা অনেকদিন লাগবে। তাও শুনি অনেকেই পাশই করতে পারে না। তুই আমার বড় ছেলে, রোজগার যত তাড়াতাড়ি করিস ততই ভাল। ওঁর মৃত্যুর পরই তোর কাকা বাবার কাছে এসে আমাকে বলে গেছে যে রন্টুর ভার আমাকেই নিতে দাও বৌদি। আমার তো ছেলে নেই। মিনতিও তো স্কুলে পড়ায়। বিয়ে করবে না বলেছে। ফাইনাল ডিসিশন। তা আমার প্রফেশন বাইরের কেউ নিয়ে নেবার চেয়ে দাদার ছেলেকেই তৈরি করে দিয়ে যাব। হাজারিবাগ ছোট জায়গা হলেও কোনও জায়গাই এখন আর ছোট নেই বৌদি। জনসংখ্যা যে হারে বেড়েছে। তাছাড়া ঝাড়খন্ড আলাদা রাজ্য হয়ে যাওয়াতে স্কোপও বেড়েছে অনেক। রন্টুকে আমি রাঁচিতে পাঠাব হাইকোর্টে। ভগবান করলে ও-ও রাঁচির নামী উকিল হয়ে উঠবে একদিন। আমি তো সারাজীবন সেশানস কোর্টের ঘানি টেনেই মরলাম। এত কেস, কিন্তু সবই ছোটখাটো। সামান্য ফিস। গরীবদের তো ফেলা যায় না। ওরাই বা যাবে কোথায় কেউ না দেখলে। তাদের ভিড়েই হিমসিম খাই। হাইকোর্টে আর এ জীবনে যেতে পারলাম কই। রন্টুর তো ল-এর দু-বছর হয়েই গেছে। ফাইনাল পরীক্ষাটা হয়ে গেলেই ওকে পাঠিয়ে দিন হাজারিবাগে। আপনিও আসবেন। ছেলে কোথায় থাকবে, কী করবে

সব দেখে যাবেন। এতবার বললাম, আপনারা তো একবারও হাজারিবাগে এলেন না দাদা থাকতে।

তোমার দাদা ছুটি পেলেই তো সব ধর্মস্থানে ঘুরে বেড়াতেন। জানোই তো সে কথা গোপু।

তা আমাদের হাজারিবাগ কি অধর্মের জায়গা। সত্যি ! দাদার কতগুলো ফিক্সেশন ছিল বটে। কাকা নাকি বলেছিলেন মাকে।

সেই সূত্রপাত, এই অধম রথীন সামন্ত বি কম, এল এল বি-র হাজারিবাগে মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসার। দেখতে দেখতে দুবছর হয়েও গেল। হিন্দিটা ভালই রপ্ত করেছি তবে হাজারিবাগী হিন্দি বলতে আরও সময় লাগবে।

বিমল বসাক যখন পাটনা হাইকোর্টের চিফ জাস্টিস ছিলেন তখন রাঁচিতে এলে ছুটি-ছাটা পড়লে কখনও কখনও রায় সাহেবেরা "The Retreat"-এ এসে থাকতেন। ওঁরা একসঙ্গে ব্যারিস্টারি পড়েছিলেন বিলেতে। ভারী ভাল মানুষ ছিলেন। আমার সঙ্গে বেশ আলাপ হয়ে গেছিল। রাঁচিতেও বিহার চিফ জাস্টিসের একটা সুন্দর বাড়ি ছিল। আমাকে বসাক সাহেব একবার সে বাড়িতে নিয়েও গেছিলেন। জাস্টিস বসাক রিটায়ার করার পরেই মারা যান।

কাকা বলতেন বসাক সাহেব একটু বেশি ভাল মানুষ ছিলেন এবং জাগতিক ব্যাপারে বুদ্ধি খুব কমই রাখতেন নইলে মানুষ এমন করে ঠকায় ওঁকে।

কেন বলতেন জানি না কিন্তু বলতেন। কে ঠকালো, কেন ঠকালো তা বিস্তারিত বলতেন না।

কাকা আজকাল লাঞ্চ অবধি কোর্ট করেন। বড় মামলা সব সকাল সকালই হয়ে যায়। যদি নাও হয় তবে আমি সামলে নিই। লাঞ্চ-এর সময়ে বাড়ি এসে প্রায় তিনটে নাগাদ খেয়ে উঠে দুঘন্টা ঘুমোন। তারপর উঠে চা খেয়ে চেম্বারে বসেন।

কোর্ট থেকে, দেওয়ানি ফৌজদারি সব কেস সেরে আমার বাড়ি ফিরতে ফিরতে পাঁচটা বাজত। চা-টা খেয়ে আমিও সেরেস্তাতে হাজির হতাম। শনিবার বিকেলে ও রবিবার বিকেলে একটু ছুটি পেতাম। এক আধজন বন্ধু-বান্ধব জুটেছে।

আমার খুড়তুতো দিদি মিনুদি কথাবার্তা কম বলে। কানাঘুষোয় শুনেছি কোডারমার এক মাইকা মারচেন্টের সঙ্গে ভাব হয়েছিল মিনুদির। ভদ্রলোক ভাল মানুষ এবং দেখতেও ভাল

ছিলেন, অবস্থাও ভাল। কিন্তু আমাদের পদবী সামন্ত আর তাঁর পদবীও সামন্ত ছিল। এই কারণেই কাকা বেঁকে বসেছিলেন। বিয়ে দেননি। সেই অভিমানে মিনুদি বিয়ে করেনি। আর সে ভদ্রলোকও বিয়ে করেননি। ভদ্রলোকের নাম নাকি সুব্রত সামন্ত। পড়াশুনাও কলকাতাতেই করেছিলেন। মাইকার ব্যবসা এখন রং চটে গেছে তবে সব মাইকা খানদানের মালিকেরাই এক সময়ে পিটিয়ে পয়সা বানিয়েছেন। সুব্রতবাবুদের পারিবারিক অবস্থা খুবই ভাল। তাঁরাও এক ভাই এক বোন। বোনের বিয়ে হয়ে গেছে জামশেদপুরের টেলকোর এক অফিসারের সঙ্গে। সুব্রতবাবু এখনও অবিবাহিত। হয়তো মিনুদির জন্যেই। মিনুদির নামে মোটা খামে চিঠি আসে প্রায়ই। আর কাকা যখন ঘুমোন তখন টেলিফোনও আসে কোডারমা থেকে। আমি ধরেছি দু-একবার। চমৎকার গলা, কথা বললেই বোঝা যায় শিক্ষিত মানুষ।

মিনুদির বয়স এখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ হবে হয়তো। এখানেই মেয়েদের একটা স্কুলে পড়ায় সকালে। কেমন টিপিক্যাল দিদিমনি দিদিমনি ভাব হয়ে গেছে। বাড়িতে যখন থাকে হয় স্কুলের পরীক্ষার খাতা দেখে নয় লাইব্রেরি থেকে আনা বাংলা বই পড়ে। টিভি তো একেবারেই দেখে না। মিনুদি কথা কম বলে, তাই বাড়িতে দমবন্ধ দমবন্ধ লাগে। মিনুদি কিন্তু আমার সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করে। খুব কড়া ঘুমের ওষুধ দিলে যেমন মস্তিষ্কে ঘা দিয়ে মানুষ ঘুমোয়। কাকার সিদ্ধান্তটাও মিনুদির স্বাভাবিকতাকে রুদ্ধ করে দিয়েছে।

কাকিমা তো চলে গেছেন দশবছর হল মোটর অ্যাক্সিডেন্টে। ধানবাদ থেকে চাস হয়ে হাজারিবাগে আসছিলেন। মিনুদিও সংসারের কিছুই দেখে না তাই বাড়িতে কাজের লোকেদের মোচ্ছব। ইচ্ছে হলে খেতে দেয় নইলে দেয় না। তাই ছুটি পেলেই এবং যখন কোর্ট বন্ধ থাকে তখন আমি হাজারিবাগের চারদিকে ঘুরে বেড়াই। এখানে অনেক জঙ্গলও আছে। দু'একজন বাঙালি ও বিহারী বন্ধুবান্ধব হয়েছে।

সেদিন কোর্ট থেকে ফিরে চা জলখাবার খেয়ে সেরেস্তাতে যেতেই কাকা বললেন, রন্টু তোর এখন সেরেস্তা করতে হবে না। একবার এক্ষুনি The Retreat-এ যা। স্যার রাঁচি থেকে ফোন করেছিলেন। কাল ভেস্টিবিউলে বিকেলে কোডারমাতে এসে নামবেন স্যারের ছেলের শালির মেয়ে এবং তার এক বন্ধু, মানে বান্ধবী। তোকে রিসিভ করতে যেতে হবে। মগনলালকে বলে দিয়েছি একটা ভাল কন্ডিশনের গাড়ি আমার এখানে দুপুরে পাঠিয়ে দেবে। তুই গাড়ি নিয়ে চলে যাবি কোডারমা স্টেশনে। ওঁরা যতদিন থাকবেন গাড়িটা ওঁদেরই ডিউটি করবে এবং The Retreat-এই থাকবে। মগনলালকে আমি সে কথা বলে দিয়েছি। আর এই কদিন তোর কাজ আমি না হয় সামলে দেব, তুই ওদের দেখাশোনা করবি। স্যার আমাদের জন্যে অনেক কিছু করেন। আমরা বটগাছের ছায়াতে আছি। উনি মাথার উপরে থাকলে তোর ভবিষ্যতের চিন্তা নেই।

ভাবলাম স্যার কি সত্যিই বটগাছ যে একশো বছর বাঁচবেন। সত্তর তো পেরিয়ে গেছে। আর কদিন বাদেই তো ফট হবেন। এমন লং-টার্ম প্ল্যানিংয়ের কী মানে হয় কে জানে। আর কারও উপরেই অত নির্ভর করতে আমার ভাল লাগে না। সেটা অসম্মানেরও।

আমি শুনে বললাম মিনুদিকে বলো না কাকা! আমি মেয়েদের কী দেখাশোনা করব। পারব কি? তাঁদেরও অসুবিধে হবে হয়তো।

তোর মিনুদিকে আমি কোনও অনুরোধই করি না। তুই তো সব জানিস। তাছাড়া স্যার তোর কথাই বলেছেন।

মনে মনে ভারী বিরক্ত হলাম। স্যার ব্যারিস্টার হতে পারেন, কাকার সিনিয়রও হতে পারেন, কিন্তু এ কি ঝক্কি! আমি ওঁর বাড়ির দেখাশোনা করি বলে কি ভদ্রলোকের ছেলেকে দিয়ে চাকর-বাকরের কাজ করাবেন। দুজন কলকাতার মেয়ে। কী স্যাম্পল এসে হাজির হবে কে জানে। স্যারের ছেলের শালির মেয়ে! তাকে কী বলে সম্বোধন করব? ম্যাডাম? কলকাতাতে যে কতরকম মাল থাকে। কী ধরনের মাল আসছে কে জানে!

ডিলাক্স গাড়িটা সম্ভবত সপ্তাহে তিনদিন যায়। যায় দিল্লি। এটা কি রাজধানী এক্সপ্রেস ? হতেই পারে। আমি সেই যে এসেছি আর যাইনি কলকাতাতে। এইবার গরমের ছুটিতে যাব। আমার ছোটবোন চামেলি দুটি টিউশনি করে। সেই টাকা দিয়ে আমার জন্যে প্যান্টালুন থেকে একটি নেভি ব্লু রঙা গেঞ্জি আর জিনস পাঠিয়েছিল আমার জন্মদিনে। আমি প্রতি মাসেই মাকে দশ হাজার করে পাঠাই। বাবার সঞ্চয় তো আছেই। পুরোনো দিনের ভাড়ার বাড়ি। ভবানীপুরে। বাড়িওয়ালা খুবই ভাল। বাবার বন্ধুস্থানীয় ছিলেন। তাই মা আর বোনের চলে যায়। কখনও সখনও বেশিও পাঠাই। মায়ের ও চামেলির জন্মদিনেও টাকা পাঠাই। কিন্তু মাকে পাঠিয়ে আমার হাতে পাঁচশ টাকাও থাকে না। থাকা-খাওয়া অবশ্য ফ্রি কাকার বাড়িতে।

এখানে তেমন কিছু বিশেষ জিনিস নেই পাঠাবার। চামেলিকে, এবারে যখন আসব কলকাতা থেকে তখন নিয়ে আসব। চারধারের জঙ্গল পাহাড় দেখিয়ে দেব। মিনুদিকেও জোর করে সঙ্গে নেব। চোখের সামনে একজন সুন্দরী প্রাণবন্ত মেয়ের এমন শুকিয়ে যাওয়াটা চোখে দেখা যায় না। কাকা অন্য প্রজন্মের মানুষ। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে পারেননি। বলি একটা কম্পিউটার কিনি -- কেবলই বাধা দেন, বলেন এই টাইপ মেশিনেই তো চালিয়ে এলাম এতকাল। ডিক্টেশনও দেন না। স্টেনো নেই। বুঝতে পারি কিছুদিনের মধ্যেই কাকার সঙ্গে আমার ফাটাফাটি হয়ে যাবে। মিনুদিও একটা কারণ।

ট্রেনটা এসে গেল। এই স্টেশনে তেমন বেশি ঝিং-চ্যাক মানুষ নামে না। দুজন মেয়ে নামলেন। দুজনের পরনেই ফেডেড জিনস এবং কটনের টপ। মাসটা মার্চ কিন্তু এখনই এখানে বেশ গরম পড়ে গেছে। একজন খুব ফর্সা অন্যজন কালো। দুজনকেই সুন্দরী বলা চলে। সৌন্দর্যের চেয়েও যা বড় কথা, আলগা চটক সেটা আছে। ওয়েল-অফ পরিবারের মেয়েরা আবার যদি লেখাপড়াতেও ভাল হয় তবে এই নারী প্রগতির দিনে তাদের ওপর

একটা অন্য ধরনের ব্যক্তিত্ব আরোপিত হয়। অবশ্য পড়াশোনাতে ভাল কি না জানি না। আমার কল্পনা। বড়লোক হওয়াটাই যথেষ্ট কোয়ালিফিকেশন। তাঁরা মনে করেন না তাঁদের অন্য কোনও কোয়ালিফিকেশনের প্রয়োজন আছে।

আমি এগিয়ে হাত জোড় করে বললাম, নমস্কার। আমিও একটু মাঞ্জা দিয়েই গেছিলাম। মানে, জন্মদিনে চামেলির দেওয়া জিনস আর নেভি ব্লু গেঞ্জিটা। আমার বিহারী বন্ধু, হর্যদ যে ডি ভি সি-তে কাজ করে, এই গেঞ্জিটা পরলে বলে তুঝকো তো আজ শাহরুখ খান যেইসা লাগ রহা হ্যায় ইয়ার। ছোকরিয়োকি হালত খারাপ কর দেগা তু আজ।

সিনেমা-টিনেমা আমি দেখি না, টিভিও না, বি বি সি আর দিল্লির খবর দেখি। ই টিভিতে এবং ঋতুপর্ণ দেখি, ব্যাস। তবে গত রবিবারেই হর্যদদের পাল্লাতে পড়ে কভি খুশি কভি গম দেখলাম। শাহরুখ খান আছে বলেই দেখার ইচ্ছা ছিল। তবে বিজ্ঞাপনে দেখেছি ওকে, আর রানি মুখার্জিকে। কাজলকে এই প্রথম দেখলাম। ভালই। বেশ ভাল। আমার বাবা বলতেন সৌন্দর্য ভগবানের এক বিশেষ দান। নিগুণ সৌন্দর্যেরও এক বিশেষ দাম আছে কারণ গুণ মানুষ ইচ্ছে করলে অর্জন করতে পারে সৌন্দর্য শুধুমাত্র বিধাতাই দান করতে পারেন। আমার মা পরমা সুন্দরী -- তাই বাবার এই কথার পেছনে এক তাৎপর্য ছিল। মার অবশ্য গুণও ছিল অনেক। খুব ভাল গান গাইতে পারতেন। এখনও মন খারাপ হলে অথবা খুব আনন্দ হলে গান।ব্রহ্মসঙ্গীত এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত। চামেলিও খুব ভাল রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়। গীতবিতান থেকে ডিপ্লোমা পেয়েছে। সত্যিই ভাল গায়। নিজের পয়সা দিয়ে হাজারো 'আর্টিস্ট'-এর মতো ক্যাসেট বের করেনি যদিও।

আমার নমস্কারের বদলে মেয়ে দুটি হাত নেড়ে বলল, হাই! আমি নমস্কার বলে ফেলেছি, তাই চুপ করে রইলাম।

তারপর ফর্সা মেয়েটি, যে বেশ লম্বাও, বলল, আপনি?

আমার নাম রথীন সামন্ত।

অন্যজন বলল, সামন্ততন্ত্রের শেষ প্রতিভূ বুঝি?

মুখের উপরে ফটাস করে যোগ্য জবাব দিতে পারতাম কিন্তু এঁরা যে কাকার স্যার ব্যারিস্টার ধীরেন রায়ের ছেলের শালির মেয়ে এবং তার বন্ধু। কে কোনজন জানি না অবশ্য। আমার যে তাদের যথাসময়েই যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে কথা বলতে হবে।

আমি ওদের ছোট স্যুটকেস দুটো দুহাতে তুলে নিয়ে বললাম, ম্যাডাম, আমাদের ওভার ব্রিজ পেরোতে হবে।

লম্বা মেয়েটি বলল, ম্যাডাম আবার কী সম্বোধন ? আপনি কি ফাইভস্টার হোটেলের বেল বয় ? নাম ধরে ডাকবেন আমাদের। বয়সে আমরা আপনার চেয়ে ছোট অথবা সমান বয়সিই হব।

অন্য মেয়েটি যে কালো এবং সাধারণ উচ্চতার, বলল, আমার নাম শেলি আর ওর নাম মলি। মলিই হচ্ছে রায় সাহেবের নাতনি আর আমি ওর বন্ধু।

মলি আর শেলি শুনে আমার হাত থেকে স্যুটকেস দুটো খসে যাচ্ছিল। কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললাম সুন্দর নাম।

মলি বলল আপনি যে কুলি ডাকলেন না, নিজেই স্যুটকেস দুটো তুললেন তা দেখেই বুঝতে পারছি আপনি ফিউডাল নন। ভেরি মডার্ন। আপনি কি স্টেটসে ছিলেন কখনও ?

স্টেটসে না থাকলে কি মডার্ন হওয়া যায় না ?

মলি চকিতে শেলির দিকে তাকাল।

শেলি বলল, প্রশংসা করলে আপনি চটে যান দেখছি। অদ্ভুত তো আপনার স্বভাব।

এমনই স্বভাব। কী করা যাবে বলুন ? কথায়ই বলে স্বভাব যায় না মলে।

মলে মানে ?

মলে মানে মরণে।

হাউ নাইস।

শেলি বলল।

আমি বললাম, আমরা ওভারব্রিজ পেরিয়ে যে দিকে নামব সেদিকটা কিন্তু কোডারমা নয়।

আমরা কি ভুল ডেস্টিনেশনে এলাম ?

তা নয়, এদিকটার নাম ঝুমরি তিলাইয়া।

মলি বলল, আরেকবার বলুন। হাউ সুইট নেম।

বললাম ঝুমরি তিলাইয়া। আর উল্টোদিকটা কোডারমা। অভ্রর জন্যে একসময়ে বিখ্যাত ছিল।

অভ্র মানে ?

মানে, অভ্র।

শুভ্র জানি। অভ্রটা আবার কী জিনিস ?

মাইকা।

ও মাইকা। তাই বলুন !

এমন সময় মলি বলল, এইখানেই তো সুব্রতদা থাকেন। সুব্রতদারও পদবী সামন্ত। ওঁদেরও মাইকা মাইনস ছিল এক সময়ে। চেনেন ?

আমার বুক ধক করে উঠল। বলল, চিনি না ঠিক। তবে নাম শুনেছি।

চেনেন না অথচ নাম শুনেছেন কেমন ?

ওই আর কী।

ওই আর কী মানেটা কী ? আপনারা কি বাঙাল ? বাঙালরা কথায় কথায় বলে ইসে, বলে, করে ধরে। ধ-এর ভক্ত খুব।

বলেই শেলি মলির দিকে ফিরে বলল চন্দ্রিমা বলে নারে সবসময়ে।

হ্যাঁ।

আমি বললাম, না আমরা তো পুব বাংলার লোক নই।

যাকগে, সুব্রতদার সঙ্গে দেখা করিয়ে দিতে পারবেন ?

চেষ্টা করব।

আর কী কী করবেন আপনি আমাদের জন্যে ? মানে কী কী করতে পারেন ?

যা বলবেন তাই করব। মানে, করতে পারি।

শেলি বলল, আপনাকে আমরা কিছুই করতে বলব না।

কিন্তু, কোনও পার্টিকুলার কিছু করতে না বললে আপনাদের কানহারী পাহাড়ে নিয়ে যাব। সীতাগড়া এবং সিনওয়ার-এও নিয়ে যেতে পারি। হাজারিবাগ শহরের তিনদিকে তিন পাহাড়। ছাড়োয়া লেক দেখাব। হারহাত বাংলোতে একদিন পিকনিক হতে পারে। হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কে নিয়ে যাব একদিন। টাইগার ট্র্যাপ দেখাব, যেখানে রামগড়ের রাজা বাস করতেন। আর এখনি হাজারিবাগ যাওয়ার পথে দেখাব তিলাইয়া ড্যাম। ডি ভি সি-র সুন্দর সুন্দর কটেজ আছে এই ড্যামের উপরে। ইচ্ছে করলে একদিন এরই কোনও কটেজে ডে স্পেন্ড করতে পারেন। একদিন টাটিঝারিয়াতে নিয়ে গিয়ে গোলাপজামুন আর নিমকি খাওয়াতে পারি, টুটিলাওয়া হয়ে সীমারিয়া নিয়ে যেতে পারি একদিন। চাতরাতেও যেতে পারি। দারুণ পান্তুয়া আর সিঙারা খাওয়াতে পারি। দুদিন সময় দিলে পালামৌ ন্যাশানাল পার্কেও ঘুরিয়ে আনতে পারি তবে ড্রাইভটা একটু লম্বা হয়ে যাবে ...

আপনি কি ট্রাভেল এজেন্টের লোক ?

আজ্ঞে না ম্যাডাম।

আবার ম্যাডাম। আর আপনি আজ্ঞে করবেন না তো। বলেছি তো মলি আর শেলি আমাদের নাম।

ওটি পারব না। নাম ধরে ডাকতে বলবেন না। ওটি আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।

কেন ?

ওই যে গাড়ি সামনেই। আপনারা উঠে বসুন আমি স্যুটকেস দুটো বুটে তুলে দিচ্ছি।

তা দেবেন। কিন্তু নাম ধরে ডাকতে অসুবিধেটা কী ?

আছে ম্যাডাম।

আবার ম্যাডাম।

সরি। আসলে আপনারা এত উঁচু রেফারেন্স নিয়ে এসেছেন আর আমি এতই সামান্য মানুষ যে আপনাদের নাম ধরে ডাকলে কাকা আমাকে বাড়ি থেকে বার করে দেবেন।

আপনার নিজের কোনও পার্সোনালিটি নেই। আপনি কি পরগাছা ? কাকা তাড়িয়ে দিলে আপনি কি না খেয়ে থাকবেন ?

প্রায় তাই।

কী করেন আপনি ? ট্র্যাভেল এজেন্সি চালান না তো ?

আমি উকিল। আমার কাকা স্যারের স্নেহধন্য।

স্যারটা কে ?

মিস্টার ধীরেন রায়, ব্যারিস্টার।

ও বড় দাদু। বড় দাদুকে আমরা বলে দেব। উনি কি আমাদের চেয়েও আপনার কাকার বেশি আপন ?

না, না তা কী করে হবে।

অ্যাম্বাসাডার গাড়ির দরজা খুলে উঠেই মলি বলল, এ কী, এসি নেই গাড়িতে ?

ড্রাইভারের নাম সামসের। বললাম, ক্যারে সামসের এসি নেই হ্যায় ?

এসি গাড়ি কি লিয়ে তো নেহি বোলিন থা। ঔর এসি গাড়ি তো মগনলাল কোম্পানিকা দোহিঠোই হ্যায়। দোহি তো নিকাল গয়া।

আমি বললাম, সরি। একটা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং হয়েছে। হাজারিবাগে পৌঁছেই আমি

বন্দোবস্ত করব। পথ বেশি না, তিলাইয়া লেকের পাশ দিয়ে হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কের পাশ দিয়ে হাওয়া খেতে খেতে চলে যাবেন, গরম লাগবে না।

শুধু কি গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্যেই মানুষে এসি গাড়ি ইউজ করে ?

তবে ?

পল্যুশান, নয়েজ পল্যুশান, ধুলো। না না, উই আর ইউজড টু এসি কার।

মলি বলল, দাদুকে বলি না যে তুমি বুড়ো হয়ে গেছ। সত্যিই দ্যা ওল্ড ম্যান হ্যাজ বিকাম আ ফুল অ্যাজ অল ওল্ড ম্যান আর।

তা কেন। উইসডম তো ওল্ড এজেই আসে। মিন মিন করে বললাম আমি রায়সাহেবকে শ্রদ্ধা করি বলে।

শাট আপ।

ফটাস করে বলল মলি। যেন বেলুন ফাটল।

নিজের কাজ করতে পারেন না আবার পুটুর পুটুর করছেন।

তারপরই বলল, আপনি কী করেন বললেন না তো এখনও।

বলেছি তো।

কী করেন ?

ওকালতি।

কার হয়ে ?

যে পয়সা দেয় তারই হয়ে। অনেক সময়ে বিনা পয়সাতেও করি, খুব গরীব মক্কেল হলে।

আমরা যদিও গরীব নই, মিথ্যে কথা কেন বলব, কিন্তু আমাদের হয়ে ওই ওকালতিটা দয়া করে করুন।

কোন ওকালতি ?

এসি কার।

ওঃ। ওটা হয়ে যাবে। প্রয়োজনে হাজারিবাগ শহরের সব গ্যারাজে খোঁজ নেব। অনেকেই আমাদের মক্কেল তো। অসুবিধে হবে না। প্লিজ বিয়ার উইথ মি। এবারের মতো ক্ষমা করুন।

ওক্কে। ফাইন। উ আর আ নাইস গাই। কিন্তু আপনার ভাল নামটা বড্ড ব্যাকডেটেড। রথীন। রথীন আবার একটা নাম হল ? রথীন মানে কী ?

এই রে। কখনও তো মানে খুঁজিনি।

জানতাম। আপনি নিজে যেমন সাইফার, কাকার দয়াতে বেঁচে আছেন, আপনার নামটিও তাই। যে মানুষ একটা অর্থহীন নামকে সারাজীবন বয়ে বেরাতে পারে তাকে তো হিউমিলিয়েটেড হতেই হবে। ডিসগ্রেসফুল।

শেলি বলল, আপনি আলাদা চেম্বার করুন। কাকার কাছ থেকে আলাদা হয়ে যান। বড় দাদুকে বলে আই উইল গিভ উ অল দ্যা হেল্প। আপনার লজ্জা করল না বলতে যে কাকা তাড়িয়ে দেবেন ?

ওটা কথার কথা। কাকা আমার পিতৃতুল্য। আমার বাবা নেই। আমাকে খুবই স্নেহ করেন। আমিই ওর সাকসেসর। ওঁর সব মক্কেল আমিই পাব। ও নিয়ে আপনারা মাথা ঘামাবেন না।

আপনারা মানে কী ? মলি বলল।

শেলি বলল, চলো ড্রাইভার। কেয়ারফুলি চালাও।

মলি আবার বলল, আপনারা মানেটা কী ? আমাদের কি নাম নেই।

প্লিজ এটা আমাকে করতে বলবেন না। আপনারা রায়সাহেবের বাড়িতে না উঠে যদি অন্যত্র উঠতেন তবে অন্য কথা ছিল। আপনাদের নাম ধরে আমাকে ডাকতে বলবেন না। প্লিজ। আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ।

ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড।

মলি বলল।

শেলি বলল, সনির্বন্দ না কী কথাটা বললেন, তার মানে কী ?

সনির্বন্দ নয়, সনির্বন্ধ।

ওই হল। মানে কী।

মানেটা ঠিক জানি না। অনেককেই বলতে শুনি, তাই বললাম।

নো ওয়ান্ডার।

মলি বলল। যে মানুষ নিজের নামের মানেই জানে না সে যে রাইট অ্যান্ড লেফট ননসেন্স বলে যাবে এতে আর আশ্চর্য কি ?

আমি চুপ করে রইলাম। গাড়ি চলছিল, তিলাইয়া ড্যামের পাশ দিয়ে। হু হু করে হাওয়া আসছিল। অতিথিদের চুল বিন্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল।

মলি বলল, ড্রাইভার। সিসা উঠা দো।

গরম লাগেগি মেমসাব।

তব রহনে দো।

শেলি বলল।

মলি বলল, ফ্রম দ্যা ফ্রাইং প্যান টু দ্যা আভেন।

আমি একটু একটু করে ধাতস্থ হচ্ছিলাম। মেয়ে দুটি খারাপ নয়। বাইরের খোসাটা বড্ড শক্ত। ছাড়িয়ে নিতে পারলে শাঁস আছে। কিন্তু শেলি আর মলি। আমার কপালে কী যে আছে।

বললাম, এই যে নামের কথা বললেন, কিন্তু শেকসপিয়ার বলেছিলেন হোয়াটস ইন আ নেম।

শেকসপিয়ারও জানেন না কি আপনি ?

জানাটা কি অপরাধ।

না, তা নয়। হাজারিবাগের ছোট উকিল তো। নাও জানতে পারতেন।

শেলি বলল, কলকাতায় কোন কলেজে পড়তেন ?

সেইন্ট জেভিয়ার্স।

মলি লাফিয়ে উঠল, মাই মাই। আপনি জ্যাভেরিয়ান ?

হ্যাঁ।

বি এ না বি এস সি।

বি কম।

কোন ইয়ারে গ্রাজুয়েশন ?

নাইনটিন এইট্টি সেভেন।

আমি তো এইট্টি নাইন-এ গ্রাজুয়েশন করে জে এন উ-তে যাই জিওগ্রাফিতে এম এ করতে।

এখন কী করছেন ?

এম ফিল।

তারপর কী করবেন ?

ইচ্ছে আছে স্কলারশিপের পরীক্ষাতে বসব। পেলে বাইরে যাব ডক্টরেট করতে কোনও আমেরিকান ইউনিভারসিটিতে।

তারপরই বলল, আপনার সঙ্গে আমার কলেজে দেখা হল না কেন ?

কী করে হবে ? আমার কলেজ তো সকালে ছিল।

ও তাই তো।

ল করেছেন কোথায় ? পুনেতে না কি একটা জায়গা আছে ল খুব ভাল।

বাবা মারা গেলেন হঠাৎ। কোথাওই যাওয়া হয়নি। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের ল কলেজে পড়েছি।

ব্যারিস্টারি পড়তে গেলেন না কেন ?

সকলেই কি ব্যারিস্টার হতে পারে। আর হয়েই বা লাভ কী ? এই আমার ইংরেজি শুনেই হাজারিবাগের জজ সাহেব বলেন, সমঝে না, আই কান্ট আন্ডারস্ট্যান্ড ইওর ইংলিশ। প্লিজ স্পিক ইন ইন্ডিয়ান ইংলিশ।

মলি ও শেলি হেসে উঠল। বলল তাই ?

আমি বললাম শেলিকে, তা আপনিও কি জ্যাভেরিয়ান ?

না। আমি প্রেসিডেন্সি।

এখন ?

দিল্লিতে ডি স্কুল অব ইকনমিক্স থেকে এম এ করেছি। এম ফিল করছি এখন।

ও আপনারা তো দুজনেই দিল্লিওয়ালি তাহলে।

সেইই বলতে পারেন।

বললাম, নামের ব্যাপারটা নিয়ে আমি একটা গল্প জানি। হয়তো শুনে থাকবেন।

কী গল্প ?

ধনাধন দাস-এর।

সে আবার কী গল্প। শুনিনি।

ধনাধন দাস নামের একজন লোক ছিল। তার খুব দু:খ যে বাবা মা একটা এমন নাম দিলেন যা সমাজে অচল। সেজন্যে মনের দু:খে সে একদিন আত্মহত্যা করতে গেল নদীতে ডুবে।

কিছুদূর যাবার পর সে দেখল একজন লোক মরে গেছে। তাকে চৌপাইতে শুইয়ে রাখা হয়েছে। একটু পরে দাহ করতে নিয়ে যাওয়া হবে। তাকে ঘিরে আত্মীয়রা কাঁদছে।

ধনাধন দাস জিগগেস করল, ইনকো নাম ক্যা থা ?

আত্মীয়রা বলল, অমরনাথ।

ধনাধন দাস একটু অবাক হল। ভাবল, যার নাম অমরনাথ সেই মরে গেল।

আরও কিছুদূর যাবার পরে পথে জঙ্গল পড়ল। জঙ্গল পেরিয়ে নদীতে যেতে হবে। ধনাধন দাস দেখল একজন বৃদ্ধ লোক, শতচ্ছিন্ন একটা ধুতি হাঁটুর উপরে গুটিয়ে পরে ঘাস কাটছে জঙ্গলের মধ্যে। ধনাধন দাস জিগগেস করল, আপকি নাম ক্যা হ্যায় ?

বৃদ্ধ বলল, ধনপত।

ধনাধন দাস ভাবল যে ধনপতি কুবের তার এই দশা ?

আরও কিছুটা গিয়ে দেখল ছেঁড়াখোঁড়া শাড়ি পরে একটি মেয়ে বনপথের পাশে তিনভাগা মাছ নিয়ে বসে আছে। ধনাধনকে দেখেই সে বলল এক এক রূপাইয়া।

মানে একেক ভাগ এক টাকা।

ধনাধন জিগগেস করল, আপকি শুভ নাম ?

সে বলল, লছমী। অর্থাৎ লক্ষ্মী। স্বয়ং লক্ষ্মীরই এই অবস্থা।

তখন ধনাধন দাস আর নদীর দিকে না গিয়ে উল্টোদিকে ফিরে বাড়ির পথ ধরল। বলল,

অমরনাথ যো সো মর গ্যয়ে হ্যায়
ধনপত কাটতে হ্যায় ঘাস
লছমী যো সো মছলি বিকতি হ্যায়
ভালাই ধনাধন দাস।

গল্প শেষ হতেই মলি আর শেলি হেসে লুটিয়ে পড়ল এ ওর গায়ে।

মলি বলল, আপনি তো খুব উইটি আছেন।

শেলি বলল, রথীন নাম নিয়ে বলাতে বেশ তো দিলেন আমাদের।

আমি বললাম, ওরকম বলবেন না ম্যাডাম। মনে পড়ে গেল তাই বলে দিলাম।

তারপর বললাম, এই যে দেখুন ডান দিকে হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্কের কিছুটা। সামনেই গেট আছে ডানদিকে পার্কে ঢোকার। আর বাঁ দিকে শালবনী বনে বনবিভাগের দোতলা একটি রেস্ট হাউস আছে। পার্কের বাইরে যদিও। তবে জঙ্গলের মধ্যেই। কাছেই একটি ঝর্না আছে। পিকনিকের আইডিয়াল স্পট।

নিয়ে আসবেন তো একদিন।

নিশ্চয়ই। ইওর উইশ ইজ আ কম্যান্ড টু মি। আপনাদের খিদমদগারি করার জন্যেই তো কাকা আমাকে ছুটি করে দিয়েছেন। কিন্তু কতদিন থাকবেন আপনারা ?

বেশিদিন থাকলে আপত্তি আছে ?

না, না, আপত্তির কী ? আমি তো খুশিই হব। ওকালতি করার চেয়ে আপনাদের মতো সুন্দরী অ্যাকমপ্লিশড মহিলাদের খিদমতগারি তো অনেকই ভাল কাজ। লোভনীয়।

শেলি বলল, কথা তো ভালই বলেন দেখছি।

চেহারাতেও শাহরুখ খান ভাব আছে।

সে কে ?

আমি ন্যাকা সেজে বললাম।

ডোন্ট বি সিলি। আপনি শাহরুখ খানকে দেখেননি ?

বিজ্ঞাপনে ছবি দেখেছি।

সিনেমাতে দেখেননি।

সিনেমা আমি দেখি না।

কেন ?

সময় পাই না। তাছাড়া ভাল হল এখানে কোথায় ?

টিভিতে ?

টিভি খুব কম দেখি আমি।

আপনার দিদির কথা বললেন, তিনি ?

তিনি শুধু বই পড়েন। ইডিয়ট বক্সকে আমরা সত্যিই বয়কট করেছি।

যাকগে দেখে থাকুন আর নাই থাকুন আপনার চেহারার সঙ্গে বেশ মিল শাহরুখ খানের।

মলি বলল, দেবদাস দেখবেন। শাহরুখ দেবদাস করেছে।

আর পারু ?

পারু করেছে ঐশ্বর্য রাই। বলুন তাকেও দেখেননি ?

তাকে দেখেছি ক্রিকেট খেলার সময়ে বিজ্ঞাপনে। কোক না পেপসির বিজ্ঞাপনে।

আর মাধুরী দীক্ষিত ?

না, তাকে কাগজে ছবিতে দেখেছি -- হুসেনের গজগামিনী ছবির স্টিল ফটো।

তারপর বললাম, পারু কে করেছে ?

এই যে বললাম ঐশ্বর্য রাই।

আর মাধুরী দীক্ষিত কোন রোলে ?

চন্দ্রমুখী। দারুণ করেছে। দুজনের একটা ডুয়েট নাচ আছে, ফাটাফাটি। দেখবেন।

বাঃ মেমসাহেবদের মুখে ফাটাফাটি শব্দটা বেশ লাগল।

আপনার দিদির সঙ্গে কিন্তু আমরা আলাপ করব।

দিদি ভারি ইন্ট্রোভার্ট, লাজুক, একটা স্কুলে পড়ায় এম এড করেছে।

আমরা বুঝি একস্ট্রোভার্ট ? আলাপ না করিয়ে দিলে বড় দাদুকে রাঁচিতে ফোন করে নালিশ করব।

বললাম। সুব্রত সামন্তকে আপনারা চিনলেন কী করে।

আরে ! সে তো অলটাইম হিরো। সে যে কী করতে কোডারমাতে বসে আছে কে জানে। আমরা কিন্তু গিয়ে একদিন সারপ্রাইজ দেব সুব্রতদাকে। খুব খুশি হবে।

বেশ তো কোডারমা গেলে ওখান থেকে আপনাদের রঙ্গোলির বিখ্যাত ঘাট দেখিয়ে নিয়ে আসব। নাওয়াদা, পাওয়াপুর সব।

ঘাট মানে ?

ঘাট মানে পাহাড়শ্রেণী। তাতে পথ উঠেছে ঘুরে ঘুরে। এক সময়ে নিবিড় জঙ্গল ছিল। শুনেছি খুব শিকার ছিল সেই সময়। বাসঘর রাঁচির ছোটাপালু ঘাটেরই মতো প্রায়ই পথে বাঘ পড়ত রাতের বেলা গেলে।

আমাদের বাঘ দেখাবেন ?

বাঘ তো বাঁধা থাকে না। তাছাড়া বাঘ কি আর দেখা যায় তেমন আর এখন। জঙ্গলও শেষ, বাঘও শেষ।

দূর থেকে The Retreat-এর সাদা স্নোসেম রঙে রঙ করা মস্ত বাউন্ডারি ওয়াল দেখা গেল। দেওয়ালের উপর দিয়ে নানা ফুলগাছ উপছে পড়ছে রঙের দাঙ্গা লাগিয়ে। তাছাড়া চৈত্রমাস। বসন্ত যাই যাই করে এঁরা আসবেন জানতে পেরেই আর যেতে না পেরে আটকে আছে। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, জ্যাকারান্ডা আর বসন্তী গাছের শোভা দেখাবার মতো। জ্যাকারান্ডা নাকি আফ্রিকান গাছ। হালকা বেগুনি ফুল ফোটে তাতে। গাছগুলো খুব লম্বা হয় না, মানে কৃষ্ণচূড়ার মতো হয় না আর অমন ছড়ানোও হয় না। হেড মালি অনেক কিছু জানে। সে জামতারাতে একটি নার্সারিতে কাজ করত। রায়সাহেব তাঁকে তিন ডবল মাইনে দিয়ে সেখানের চাকরি ছাড়িয়ে এনেছেন। বড়লোকদের এই দোষ। তাদের গুণও যা দোষও তাই তাঁরা একাই সব ভোগ করবেন অন্যে কিছু পাবে না। শুনেছি, জামতারার সেই নার্সারির হেড মালি শত্রুঘ্ন দাস চলে আসাতে প্রায় উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা। সেই

নার্সারির মধ্যবিত্ত মালিকের ভারি দুরবস্থা। Have's দের এই দোষ। Have not-দের দোষও আছে। বড়লোকবাবু টাকার থলি দেখিয়ে তু করে ডাকলেই তারা অতীত বর্তমান বিবেক সব ভুলে দৌড়ে চলে যায় টাকার লোভে। শুনেছি জামতারার নার্সারির বটানিস্ট মালিক হাতে ধরে শত্রুঘ্নকে কাজ শিখিয়েছিলেন। কিন্তু এই সংসারে কুকুর বেড়ালের থাকলেও থাকতে পারে মানুষ প্রজাতির মধ্যে কৃতজ্ঞতা বোধ বিরল।

বসন্তী গাছ হাজারিবাগে আর কারো বাড়িতে আছে বলে আমি জানি না। বসন্তোৎসবে একবার শান্তিনিকেতনে গিয়ে আমার এক বন্ধুর বাবার বন্ধুর বাড়িতে, প্রীতিরঞ্জন রায়, ইন্ডিয়ান অক্সিজেন-এর ডিরেক্টর ছিলেন, বসন্তী গাছ প্রথম দেখি। বসন্তে ভারী সুন্দর হলুদ ফুল আসে। গাছতলা ভরে থাকে। রবীন্দ্রনাথের গানের কথা মনে পড়ে যায় 'একলা বসে হেরো তোমার ছবি এঁকেছি আজ বসন্তী রঙ দিয়া, খোঁপার ফুলে একটি মধুলোভী মৌমাছি ওই গুঞ্জরে বন্দিয়া।'

মলি বলল, কী সুন্দর বাড়িটা ? কার বাড়ি ওটা ?

ওটাই আপনাদের বড় দাদুর বাড়ি। The Retreat। ওইখানেই তো থাকবেন আপনারা।

ওঃ গ্রেট।

দুজনেই সমস্বরে বলল।

গাড়িটা গেটের সামনে গিয়ে হর্ন দিতেই বেয়ারা নকুল, শত্রুঘ্ন এবং তার অ্যাসিস্ট্যান্ট একই সঙ্গে দৌড়ে এল গেটের কাছে। তাদের পেছন পেছন অ্যালসেশিয়ান দুটোও দৌড়ে এল। শত্রুঘ্নর অ্যাসিস্ট্যান্ট বনমালীই কুকুর দুটোর দেখাশোনা করে। শত্রুঘ্ন অরিজিনাল মানুষ। যে তার সঙ্গে যে ভাষাতেই কথা বলুক না কেন, বাংলা ইংরেজি বা হিন্দি সে ওড়িয়াতেই জবাব দেয়। মাতৃভাষাকে সে এত বছর যখন ছাড়েনি, চুল পাকিয়ে ফেলেছে আর কখনও ছাড়বে বলে মনে হয় না। শত্রুঘ্ন বিড় বিড় করে বলল, মলি শেলিকে বান্ধিকি রাখিলানি কাঁই রে পিলা। বেধুয়া ওট্টে।

আমার মাথায় বজ্রপাত হল। কিন্তু শত্রুঘ্নর নিচু স্বরে বলা ওড়িয়া কথা মলি শেলির কানে যায়নি।

আমি জোরে কুককে বলল, টম আর ডিককে বেঁধে রাখো নিজামউদ্দিন।

জি হুজুর। বলেই বলল, টম ডিক কওন হ্যায় হুজুর।

আমি বললাম, কুত্তা দোনোকো বাঁধকে রাখ্খো।

ততক্ষণে গাড়ি গেটের ভেতরে ঢুকে মোরামের লম্বা ড্রাইভওয়ে দিয়ে গিয়ে পোর্টিকোর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর গাড়ির পেছনে পেছনে নিজামউদ্দিন, শত্রুঘ্ন, নকুল, বনমালী এবং মলি শেলি দৌড়তে দৌড়তে আসছে।

আমি সামনের সিট থেকে মুখ বের করে গলা তুলে বললাম কুত্তা দোনোকো বান্ধো তুমলোগ পহেলে।

গাড়ি থামলে, ওঁরা নামলেন। এবার আর আমায় মাল নামাতে হল না। ক্যাপিটালিস্টদের বাড়িতে প্রলেতারিয়েতদের নানা স্তর থাকে, ক্লাস। এখানে সোপানের সবচেয়ে উপরে আমি, কেয়ার-টেকার। ওরা সব আমার অধস্তন স্টাফ।

আমি নকুলকে বললাম, বড়া সাহেবের কামরা ছেড়ে মেমসাহেবদের সব কামরা দিখাও। উপরে ও নীচে। যেখানে ইচ্ছে হবে থাকবেন ওঁরা আলাদা আলাদা ঘরে।

বড়লোকেরা এবং সম্ভ্রান্তরা আলাদা আলাদা ঘরেই থাকেন। যতই বন্ধুতা থাক, আত্মীয়তা থাক, রক্তের সম্পর্ক থাক, থাকাটা আলাদা ঘরেই। প্রাইভেসির জন্যে। যাঁরা আরও বড়লোক, রাজা মহারাজা, তাঁরা আলাদা ঘরে নয়, আলাদা মহলে থাকেন। এটা জানি বলেই বললাম।

ওই পাহাড়টার নাম কী ?

কানহারী।

আর ওই যে দূরে দেখা যাচ্ছে, ওইটার ?

ওটার নাম সিলওয়ার। আর সীতাগড়া এখান থেকে দেখা যাবে না, অন্যদিকে।

এমন সময়ে মগনলালের ড্রাইভার বলল, করে ক্যা ? আপলোগোনে তো জঙ্গল সেহি ঘুমিয়ে গা, ইকথো জিপোয়া লে কর আয়েগা ক্যা ?

শেলি শুনে বলল, জিপোয়াটা আবার কী জিনিস ?

জিপোয়া মানে জিপ। হাজারিবাগী ভাষাটাই এরকম। এরা জিপকে বলবে জিপোয়া, বাঘকে বলবে বাঘোয়া, টাঁড়কে বলবে টাঁড়োয়া।

মলি বলল, রথীনকে বলবে রথীনোয়া ?

আমি হেসে বললাম, বললেই হয়, তবে এখনও কেউ বলেনি।

আমরা বেশ বলব।

আপনারা যা খুশি তাই বলতে পারেন। আপনারা আমার মালকিন।

হিন্দি সিনেমা না কি দেখেন না ?

না। শব্দটা হিন্দি তাই জানি। মালিক মালকিন। মক্কেলদের সঙ্গে তো হিন্দিতেই কথা বলতে হয়। এবারে ঘর দেখুন।

ঘর দেখার আগে বাগানটা দেখি।

গাড়ির কথা কী বলব ? এয়ার কন্ডিশনড গাড়ি তো নিয়ে আসতে পারে কিন্তু জিপ যদি আসে জিপ তো এয়ারকন্ডিশনড হবে না।

আপনি ড্রাইভ করতে পারেন ?

পারি। আমাদের তো গাড়ি ছিল। বাবার মৃত্যুর পরে বিক্রি করে দিয়েছি।

তবে তো পারেনই। আমরাও পারি তবে জিপ কখনও চালাইনি।

তারপর মলি শেলির দিকে ফিরে বলল, কী করবি রে ? জিপে চড়বি ? উনি ড্রাইভ করবেন আমরা বদলে বদলে পাশে বসব আর ড্রাইভার পেছনে।

খুব ধুলো লাগবে কিন্তু। লাল ধুলো। যাত্রা শেষে নিজেদের আর চিনতে পারবেন না।

শেলি বলল তাই ? বাঃ দারুণ হবে। আমরা বড় পুরোনো হয়ে যাচ্ছি। গেটিং টায়ার্ড অফ আওয়ারসেলভস। প্রতিবার কোথাও যাওয়ার পরে যদি বদলে যাই তো বেশ হবে।

গ্রেট।

মলি বলল।

শেলি বলল, তাই ঠিক হল তাহলে। এসি গাড়ি নয়, জিপই চাই।

জিপোয়া।

মলি বলল।

এবং রথীনোয়া।

শেলি বলল।

আমি ভাবছিলাম, কাকার জন্যে কত হেনস্থাই না সহ্য করতে হবে। নাঃ। ভদ্রলোকের ছেলের ওকালতি করা উচিত নয়। জজ সাহেবদের জি হুজৌর জি হুজৌর করতে হয় তাও বোঝা যায়। কিন্তু সিনিয়রের সিনয়রের ছেলের শালির মেয়ে এবং তার বন্ধুকেও অমন করতে হবে। নাঃ। এভরিথিং শ্যুড হ্যাভ আ লিমিট।

এবার ঘর পছন্দ করুন।

আমরা ভাবছি একই ঘরেই থাকব। একে জায়গা হাজারিবাঘ, তারপর এত বড় বাড়ি। আমাদের আলাদা ঘরে শুতে ভয় করবে।

শব্দটা হাজারিবাঘ নয় হাজারিবাগ। বাগ মানে বাগিচা।

ওঃ তাই ?

তাহলে দোতলাতে বলুন কোন ঘরে থাকবেন।

যে ঘর থেকে কানহারী পাহাড় দেখা যায়।

ফাইন। এখন চা খাবেন তো ?

তা খেতে পারি। আপনি খাবেন না।

আমি নীচে বাবুর্চিখানাতে খেয়ে নেব। হাত-মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে চা খেয়ে রাতে কী খাবেন তার অর্ডার দিয়ে দেবেন।

নিজামুদ্দিন খুব ভাল কুক। গগনলাগ্গার রাজার বাড়ির কুক ছিল। রায়সাহেব তাকেও ডাবল মাইনে দিয়ে ভাগিয়ে এনেছেন। আসলে আপনাদের বড় দাদু এসব কিছুই করেননি, করেছেন আমার কাকা। উনি শুধু বলেছিলেন এ তল্লাটের বেস্ট খিদমদগার আমার চাই। টাকার জন্যে চিন্তা কোরো না, তুমি যোগাড় করো। আর আমার কাকা ক্যাসাব্লাঙ্কার মতো নির্দেশ পালন করেছেন। নিজামুদ্দিন, ইংলিশ, চাইনিজ, মোগলাই সবই চমৎকার রাঁধে। ডেসার্টস যা বানায় তা ঝাড়খন্ডের গভর্নরের কুকও বানাতে পারবে না। আপনারা শুধু অর্ডার দেবেন। আমাকেও। ইওর উইশ ইজ আ কম্যান্ড টু মি।

বারবার এক কথা বলবেন না তো। ক্লিশে হয়ে যাচ্ছে। স্টপ ইট। উই আর ফ্রেন্ডস। আপনি আমাদের নাম ধরে ডাকবেন আর আমরাও আপনাকে রথীন বলে ডাকব।

রথীনোয়া।

আপনারা আমাকে নাম ধরে ডাকলে খুশিই হব, ইজি ফিল করব কিন্তু আমাকে আপনাদের নাম ধরে ডাকতে বলবেন না।

তারপর বললাম, আমার ডাক নাম রন্টু। আমাকে রন্টু বললেই খুশি হব। আপনাদের ডাক নাম নেই।

আমাদের নামগুলো এত ছোট যে আরও ছোট করেননি কেউ সে কারণেই।

মলি বলল।

তারপর বলল বাবা অবশ্য বুড়ি বলে।

শেলি বলল, আমার বাবা ডাকেন খুকু বলে।

আমি বললাম বা: একজন বুড়ি অন্যজন খুকু। যদি অনুমতি করেন তো ডাক নাম ধরেই ডাকব।

দুজনেই বলল, বেশ। তাই হবে। Deal।

রায়সাহেব যে ঘরে থাকেন তার পাশের মস্ত ঘরটি পছন্দ হল ওঁদের। বাথরুমে দুটি ভাগ আছে। একটিতে শাওয়ার কেবিন অন্যটিতে বাথটাব। ওঁদের ঘরে স্যুটকেস দুটো নকুল নিয়ে এলে আমি বললাম, আমি এবার যাই। কাকার কাছে গিয়ে সব রিপোর্ট করতে হবে।

রাতে আসবেন না ?

দরকার আছে ?

কালকের এবং তারপরের সব প্রোগ্রাম ঠিক করতে হবে না ?

কালকে যদি কোডারমা যাই সুব্রতদার কাছে।

কালকেই যাবেন ? বরং হাজারিবাগ শহরটা ঘুরে দেখুন। সীমারিয়াতেও যেতে পারেন। পাহাড়ের উপরে একটা বনবিভাগের বাংলো আছে। তাতে লাঞ্চ খেতে পারেন। কানহারীর উপরের বাংলোটাও দেখে আসতে পারেন। আজ থাক। আজ সেরেস্তার কাজকর্ম একটু গুছিয়ে নিই। অ্যাডজনমেন্ট পিটিশন-টিটিশন করতে হবে অনেক।

না যদি আসতে পারেন তাহলে ফোন করবেন। ও আপনার ফোন নম্বরটা দিয়ে যান।

এরা সবাই জানে। নকুলকে বললেই ফোন লাগিয়ে দেবে।

ঠিক আছে। থ্যাঙ্ক উ ভেরি মাচ। থ্যাঙ্ক উ। ওরা দুজনেই বলল।

নীচে নেমে, বসবার ঘরে আমি ওদের প্রত্যেককে ডাকলাম। নকুল, নিজামুদ্দিন, বনমালী ও শত্রুঘ্ন।

ওরা বলল, আপনার কোনও চিন্তা নেই উকিলবাবু। এঁদের কোনও অযত্ন হবে না।

চিন্তা আমার সে জন্যে নয়।

তবে ?

চিন্তা এ জন্যে যে মেমসাহেবদের একজনের নাম মলি আর অন্যজনের নাম শেলি। তোমাদের কুকুরদের নামে নাম। ওঁরা যদি জানতে পারেন তাহলে তুলকালাম কাণ্ড হবে। রাগ করে চলেই হয়ত যাবেন।

নিজামুদ্দিন মাথার ফেজ খুলে মাথা চুলকে বলল, ইয়ে তো বহুতই খতরনাক চিজ নিকলা। অভি ক্যা কিয়া যায় ?

শত্রুঘ্ন বলল, কন করিবু ? সে মানে কুকুরগুলা তো নাম ধরিকি না ডাকিলে শুনিবু না। বড্ড ভারী বিপদ হেলবা।

নকুল বলল, এ কী গেরো হল বলুন তো দাদাবাবু। লোকনাথ বাবাকে ডাকতে হবে প্রাণপণে নইলে এ থেকে উদ্ধারের আর পথ নেই।

আমি বললাম, ওদের নাম ধরে না ডাকলে কী হবে ? দশদিন ?

কী হবে !

নকুল বলল, হারামজাদা দুটো। নাম ধরে না ডাকলে তারা শোনেই না।

এক কাজ করো। ওদের একদিন নীচের একটা ঘরে বন্ধ করে রেখে দাও। ভাল করে খেতে দেতে দাও।

ওদের এক্সারসাইজ ? বড় সাহেব জানলে চাকরি খেয়ে নেবেন।

তোমাদের চাকরি এমনিই যাবে ওমনিই যাবে। যা বলছি তাই করো। এ ছাড়া এ বিপদের উদ্ধার নেই।

শত্রুঘ্ন বলল, হউ ! আপুনি যা কহিচ্ছন্তি তাই করিবাক হেব্ব, আউ কন ? মোর মাথ্‌বা তো কামব করুচি নাই আর।

নিজামুদ্দিন বলল, ঠিকই বোলা আপনে। ইয়ে ছোড় কর করনা কেয়া হ্যায় ঔর। বড়ি মুসিবতমে গিড় গয়া। ম্যায় খানা পাকাউঙ্গা না ইসব সামহালেগা। বড়ি মুসিবত।

ওদের সঙ্গে আরও কিছু কথাবার্তা বলে যখন আমি বেরিয়ে আসছি, সামসেরকে বলেছি আমাকে বাড়ি নামিয়ে এখানে ফিরে আসতে, তখন গাড়ি পোর্টিকো থেকে বেরোতেই

দোতলা থেকে মলি চেঁচিয়ে উঠল, সে কি ! আপনি তো কখনই চলে গেলেন। যাননি এখনও ?

না, আপনাদের যাতে কোনও অসুবিধা নয় হয় তাই ওদের বোঝাচ্ছিলাম আর কি। চা কি পাঠিয়ে দেব উপরে ?

তা দিতে পারেন। শেলি কফি খায়। আর গাড়ি কি আপনি নিয়ে যাচ্ছেন ?

না, না, আমার বাড়িতে পৌঁছেই পাঠিয়ে দেব। গাড়ি রাতেও এখানে থাকবে। ড্রাইভার এখানেই খেয়ে নিয়ে শুয়ে থাকবে।

থ্যাঙ্ক য়ু। বাই।

সামসের গাড়ি এগোল। বনমালি গেট খুলে দিল।

ভাবছিলাম বেশ মেয়েদুটি। আর সুব্রত সামন্তর সঙ্গে আলাপ করা গেলে একবার, মিনুদির একটা হেস্তনেস্ত হবে। একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে। সেটা এগজিকিউট করতে পারলে মিনুদির সঙ্গে সুব্রতবাবুর বিয়ে ঠেকায় কে ? একটা কাজের মতো কাজ হবে সেটা। মিনুদির জন্যে মনটা সবসময়েই ভারাক্রান্ত থাকে। কারোকে কোনও অনুযোগ করে না। নিজের সব দুঃখ নিজেই হজম করে একা ঘরে বসে।

সবই ভাল। কিন্তু মলি আর শেলি। দুটোই মেয়ে কুকুর। কুকুরের এমন অদ্ভুত নাম হয় কখনও শুনিনি। আসলে মলি আর শেলি হাজারিবাগে আজ পদার্পণ করার আগে অ্যালসেশিয়ান দুটোর নাম নিয়ে কখনও মাথাও ঘামাইনি। সত্যি কথা বলতে কী কুকুর কুকুরই, আমাকে দেখলে লেজ নাড়ে ঝাঁপাঝাঁপি করে, কখনও পকেট থেকে বিস্কিট বের করে দিই - পেছনের দুপায়ে ভর করে আমার দু ঊরুতে ভার দিয়ে দাঁড়িয়ে কোমরের নীচে বুকেও চাটাচাটি করে। অনেকে বলেন, কুকুরেরা বিপরীত লিঙ্গের মানুষকে বেশি পছন্দ করে। জানি না সত্যি কী না। কিন্তু মলি আর শেলি। ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে গেলে তারা যে ঠিক কীভাবে রিঅ্যাক্ট করবে তা ভেবেই আমার রাতের ঘুম চলে গেল।

বাড়ি ফিরে কাকাকে একটা রিপোর্ট দিলাম, যতখানি ডিটেইলে সম্ভব। মলি আর শেলি কুকুরের নাম শুনে কাকারও মামলার নথি দেখা মাথায় উঠল। উকিলের ব্রেইন বলে কথা। বললেন এখুনি রায়সাহেবকে একটা অ্যাডভান্স ইন্টিমেশন দিয়ে রাখি নইলে পরে ব্যাপারটা আমার ঘাড়ে ভেঙে পড়বে। তাছাড়া কুকুরদের নাম তো আমি বা তুই রাখিনি যাঁর কুকুর তিনিই রেখেছেন। আমাদের কি দায়িত্ব ?

বললাম, তাই করো।

কাকা মক্কেলদের বললেন, আজ আপলোগ সব আইয়ে। বহুত বড়া ইক পার্সোনাল প্রবলেম মে হামলোগোনে ফাঁসা হুয়া হ্যায়। কাল আইয়ে।

কাকা ফোনটার সামনে বসে রাঁচিতে রায়সাহেবকে এস টি ডি করলেন। ডায়াল করেই বললেন, দুসস। রুট বিজি হ্যায়।

তারপর বললেন তুই পাশের ঘরের প্যারালাল লাইন থেকে চেষ্টা কর। আমি একটু ব্রিফটা পড়ে নিই। একটা মার্ডার কেসের শুনানি আছে কাল। তুই তো আবার একদিন থাকবি না। লাইনটা পেলে, মানে রিং করলে আমাকে বলবি।

চারবারের মাথায় আমি লাইন পেয়ে গেলাম। বাজতেই চেঁচিয়ে বললাম, বাজছে কাকা।

ঠিক আছে।

ওপাশ থেকে রায়সাহেব বাড়ির অপারেটর লাইন ওঠাল।

নমস্তেজি। রায়সাহেবকা কোঠি।

নমস্তে মিশিরজি। কাকা বললেন। ম্যায় হাজারিবাগসে সামন্তবাবু বোল রহ্যা হুঁ।

আরে নমস্তে নমস্তে সাব। সাব কি দ্যুঁ ?

নেহি কামতাপ্রসাদজিকো ?

কামতাপ্রসাদজি ; রায় সাহেবের পি এ।

কাকা বললেন, কামতাপ্রসাদজি কো দিজিয়ে।

হাঁ জি বোলিয়ে সামন্ত সাব। বহুত রোজ বাদ আপকি আওয়াজ মিলা। বোলিয়ে, আপকি লায়েক কৈ সেবা ?

জি হাঁ। বড়া সাব কি মুড অভি ক্যায়সি হ্যায় উওতো পহিলে বাতাইয়ে।

খ্যায়ের মুডতো আচ্ছা হি হ্যায়। বহতই বড়া এক মামলাকি রায় আজ নিকলি। চিফ জাস্টিস কি জাজমেন্ট। রামগড় কি রাজা কি বহুতই পুরানা মামলা, কলিয়ারি কি লিজ লেকর। সমঝে নাজি, কলিয়ারি কব ন্যাশানালাইজ হো চুকা ঔর রায় নিকলি আজ। মগর মোটা কম্পোসেশান মিলেগি ক্লায়েন্টকো। মুড আচ্ছা হি হ্যায়। লাইন দুঁ ক্যা ?

দিজিয়ে মেহেরবানি করকে।

ইয়েস। রায়সাহেবের একটু ভারী আর ভেজা গলা শোনা গেল। চুরট খান রায়সাহেব।

বললেন, বলো ধীরা। তোমার সব খবর ভাল তো ? গাদুর শালির মেয়ে আর তার বন্ধু পৌঁছেছে গিয়ে ? ওদের বললুম রাঁচিতে আয় এখান থেকে গাড়ি দিয়ে পাঠাই, তা না তারা জেদ ধরল …। তা রথীন স্টেশনে গেছিল তো ?

হ্যাঁ স্যার। স্টেশনে গেছিল, ওঁদের সঙ্গে এতক্ষণ ছিলও, ওঁদের সেটল করিয়ে এই তো এল।

বাঃ বাঃ। বেশ। তা ওঁদের ওঁদের করছ কেন ? ওরা তো ছেলেমানুষ হে।

তারপর বললেন, যাই বল, ভারী ভাল শেপ করছে তোমার ভাইপোটি। নামধারী সেদিন বলছিল। জগমোহনজির বেঞ্চে একটা মামলার সওয়াল করতে শুনেছিল নামধারী। খুবই

প্রশংসা করলে।

আমি নিশ্বাস বন্ধ করে শুনছিলাম।

তা তো হল স্যার কিন্তু রন্টুরই একটা প্রবলেম নিয়ে আপনাকে ফোন করছি।

কার ? রন্টুর ? তার আবার কী প্রবলেম ?

স্যার, আপনার কুকুর দুটো, মানে অ্যালসেশিয়ানের নাম তো মলি আর শেলি ?

হ্যাঁ। কিন্তু হঠাৎ কুকুরের কথা ?

স্যার। গাদুবাবুর শালির মেয়ে আর তার বন্ধুর নামও যে মলি আর শেলি।

হো-হোয়াট ? বলছ কী তুমি ? আরে তাই তো ! ওদের ভাল নাম তো বেশি ব্যবহার করি না, আমার মনে থাকা উচিত ছিল। আগে বলে দিলে ব্যাপারটা ...

ঠিকই বলছি স্যার। আজকের মতো কুকুরদের একটা ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে খাবার ও জল দিয়ে। কিন্তু আপনার লোকেরা বলছে ওদের এক্সারসাইজ না করালে আপনি রেগে যাবেন। অথচ ওদের বের করলে ওদের নাম ধরে ডাকতেই হবে নইলে ওরা নাকি কথা শোনে না। এদিকে গাদুবাবুর শালির মেয়ে ও তার বন্ধু যদি শোনে তবে কী হবে স্যার ?

এর জন্যে দায়ী ওই স্কাউন্ড্রেলটা।

কে স্যার ?

ঘো -- ঘো -- ঘোতন।

সে কে স্যার ?

সে আছে এক হতচ্ছাড়া। ফোর টোয়েন্টি। পাপি দুটোকে যখন আমার অনেক টাকা ধসিয়ে কিনে আনে তখনই আমি বলেছিলুম যে আমার খুশিমতো নাম দিয়ে দেব। তা নয়, সে বললে ওই নামেই ট্রেইন করেছে ডগ-ডিলার এখন নতুন নামে ট্রেনিং দিতে হলে কেঁচে গন্ডুষ করতে হবে। আমি বলেছিলাম, প্যাঁদানি দিলে মানুষেও বাবার নাম ভুলে যায় আর এরা তো কুকুরেরই বাচ্চা।

সব তো বুঝলাম স্যার, এখন কী করা যায় ?

হুঁ। তা শোন ধীরু, তোমার ভাইপো রন্টু যা করেছে ঠিকই করেছে। ওই ব্যবস্থাই চলুক। আমার লোকেদের বলে দেবে যে মেয়েরা যখন বাইরে যাবে তখন কুকুরদের এক্সারসাইজ দেবে। আবার ওরা ফেরার আগেই ঘরে পুরে দেবে। ব্যাপারটাকে না ঘাঁটানোই ভাল, বুয়েচ। যদি ফাঁস হয়ে যায় তবে রন্টুকে বলবে স্ট্রেইট আমাকে ফোন করতে।

তার আগে আপনিই এখন একবার ফোন করে ওদের সঙ্গে কথা বললে ওরা খুশি হবে।

কথা তো বলতুমই, বেশি রাতে বলতুম, ওদের খাওয়া-দাওয়া কেমন হল তা জানতে। তবে কুকুরের কথাটা আগ বাড়িয়ে বলতে চাই না। ওদের খামোখা না ঘাঁটানোই ভাল।

তারপর বললেন, তুমি তো জানো, আমার ছেলে নিঃসন্তান। আজ থেকে নয়, সেই ওদের ছেলেবেলা থেকেই যত আবদার, বকা-ঝকা সব আমারই ওপর। পড়াশুনোতেই ভাল দুজনে। ওদের বাবা-মায়েরাও আমার অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন না। একটু খেয়াল রেখো তো। ভাল পাত্র যদি থাকে। দুজনেই বিদেশ যাওয়ার চক্কর করছে। কী বা হল দেশের অবস্থা। তা, দেশে যদি কোনও ভবিষ্যৎ না থেকে থাকে তো যারা মেধাবী তারা এ পোড়া দেশে থাকতে যাবেই বা কেন ? তারা আবার তাদের মা-বাবা বা আমার পয়সা নেবে না, বৃত্তির টাকাতে যাবে। এই জেনারেশনের এই স্পিরিটটা আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি। আমাদের সময়ে শ্বশুরের টাকাতে ব্যারিস্টারি বা ডাক্তারি বা অ্যাকাউন্টেন্সি পড়তে যেতে কোনও ছেলের লজ্জা করত না আর এরা এখন শ্বশুর তো দূরস্থ নিজেদের মা-বাবার কাছ থেকেও কোনও সাহায্য নেয় না। এদের শেল্ফ রেস্পেক্টকে আমি অ্যাডমায়ার করি।

নিশ্চয়ই তা তো অ্যাডমায়ার করারই মতো।

তারপর বললেন, করবেন কি ফোনটা ?

আমি প্যারালাল লাইনে কথোপকথন শুনতে শুনতে ভাবছিলাম, মানুষে বড়ো হলে, বিশেষ করে কৃতি মানুষ বড় হলে, বড় বেশি কথা বলেন।

হ্যাঁ। ইয়েস। প্রবলেম যখন একটা হয়েছে তখন এখুনি করছি। কিন্তু আমি ওদের নামে কুকুর পুষতে যাব কোন দুঃখে ? ওরা তো আমার প্রিয়জন। ওদের ছোট করে আমার কী লাভ ?

সেটা ঠিক। কিন্তু ভয়টা তো সেখানেই। স্যার। আমার ভাইপো রন্টুই তো আপনার বাড়ির সব দেখাশোনা করে কিনা। ওরা মানে কন্যারা ভাবতেই পারে যে রন্টুই ...।

ননসেন্স। রন্টু কি ওদের নাম আগে জানত না ও ওই বিচ দুটোর নাম রেখেছে ? ওর উপরে রাগ করতে যাবে কেন ওরা ? অনেক মানুষ অবশ্য যাদের উপরে রাগ তাদের নামে কুকুর পোষে। আমি জানি। কংগ্রেসের জিতেন মিত্তির কলকাতাতে দুটো ল্যাব্রাডর পুষেছে সি পি এম-এর দুই মস্ত লিডারের নামে। ও হয়তো জানে না, ওর নামেও সি পি এম-এর লিডারেরা কুকুরের নাম রেখেছে হয়তো। এ সব চাইল্ডিশ ব্যাপার-স্যাপার। কোনও ম্যাচিওর্ড মানুষ এসব করেন না।

তাহলে আমি ছাড়লাম স্যার।

হ্যাঁ ধীরু। তুমি ছেড়ে দাও আর তোমার ভাইপো রন্টু, কী যেন ভাল নাম ? হ্যাঁ রথীন, তাকে আমার ধন্যবাদ জানিও। ইটস ভেরি নাইস অফ হিম টু হ্যাড টেকেন গুড কেয়ার অফ মাই বুড়ি অ্যান্ড খুকু। গুডনাইট।

তারপর বললেন, তবে একটা কথা। আমার এখন হুইস্কি খাওয়ার সময়। তুমি তো জানো যে হুইস্কি খেতে খেতে পরের দিনের মামলার ব্রিফগুলো দেখি। ফোনটা আমি এখুনি নাও করতে পারি। তবে করব। ডোন্ট ওয়ারি।

আবার বললেন, গুডনাইট।

মিনুদির ঘরের পর্দা টানা ছিল। ঘরের কোণে একটা তানপুরা দাঁড় করানো থাকে। খোলাই আছে দেখছি কদিন হল। ওয়ার পরানো থাকে। ঘরে গুণগুণিয়ে ভ্রমর এলে বাগান থেকে অনেক সময়ে তানপুরার তারে বসলে ঝংকৃত হয়ে ওঠে তানপুরা। দারুণ লাগে আমার। অন্য কোণে একটা ছোট অর্গান। কী ভাল যে গান গায় মিনুদি অথচ ইদানীং একেবারেই গায় না। স্কুলে যায়, বাড়ি আসে। নিজের শিক্ষকতার কিছু বই পড়ে নইলে অন্যসময়ে সাহিত্য। মিনুদি একজন আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকের খুব ভক্ত। তাঁর যে কোনও লেখা যেখানেই বেরোক না কেন সেটা তার পড়া চাইই। আমি তা নিয়ে ঠাট্টা করাতে একদিন বলেছিল ওঁর লেখা রবীন্দ্রনাথের লেখার পরই আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।

সে কি ? কেন ? এত নামী নামী প্রাইজের পাহাড়ে ন্যুব্জ লেখক থাকতে।

ওঁর লেখা পড়লে রুচি সুন্দর হয়, মন প্রসন্ন হয়, উনি নিছক গল্প লেখার জন্যেই গল্প লেখেন না, পাতা ভরাবার জন্যেও নয়, ওর গল্পে নানা বিষয়ের উপস্থাপনা থাকে। উনি একেবারেই অন্যরকম। তুই বুঝবি না রন্টু। সাহিত্য তো তুই পড়িস না।

মিনুদি এক সময়ে খুব ভাল গান গাইত। কলকাতাতে যখন ছিল তখন ওর গানের অনুষ্ঠান, রবীন্দ্রনাথের নানা নৃত্যনাট্য বহুবার দেখতে গেছি। রবীন্দ্রনাথ ওর ভগবান। এই সময়ে মিনুদি একজন অন্যরকম অসাধারণ মেয়ে।

পর্দার ওপার থেকে বললাম, আসব ?

আয়। তুই আবার কবে থেকে পারমিশন নিয়ে ঘরে ঢুকছিস ?

না, মেয়েদের ঘরে ঢোকার সময়ে জিগ্গেস করে ঢুকতে হয়। আমি চামেলির ঘরে ডোকার সময়েও, মানে ও বড় হয়ে যাবার পরে, জিগগেস করে ঢুকি। মায়ের শিক্ষা।

জেঠিমার শিক্ষা খুব ভাল। তাই তোরা দুজনেই ভাল হয়েছিস। শুধু মেয়েদের কেন ? ছেলেদের ঘরে ঢোকার আগেও জিগগেস করে ঢোকাটাই ভদ্রতা। এবার বল, হঠাৎ কী মনে করে ? তোর সেরেস্তা নেই আজ ?

না। স্পেশাল অ্যাসাইনমেন্টে আছি। কাকার সিনিয়র রাঁচির রায়সাহেবের ছেলের শালির মেয়ে আর তা বান্ধবী এসেছে হাজারিবাগে বেড়াতে। আমার এখন সেরেস্তা থেকে ছুটি -- তাদের দেখ-ভাল করার দায়িত্বে আছি। উফ কী ঝামেলা না, কী বলব।

মিনুদি হেসে বলল, সে তো খুব মধুর ঝামেলা।

ভাবছ। যা দুখানা স্যাম্পেল। বড়লোকের স্পয়েল্ড মেয়ে সব।

ওটা ওদের বহিরঙ্গ রূপ।

কী করে জানলে ? তুমি ওদের চেনো ?

চেনবার দরকার নেই। সব মেয়েরাই কিছু কিছু ব্যাপারে ভিতরে ভিতরে একইরকম -- বাইরের রূপেই যা তফাত। তোদের চোখে হয়তো এমন মনে হয়।

তা তারা তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চায়। ওরা যে সব জায়গাতে বেড়াতে যাবে তোমাকে নিয়ে যেতে চায়। তোমার স্কুল থেকে কদিন ছুটি নিতে হবে। তুমি সঙ্গে থাকলে আমার দায়িত্বটা সহজে পালিত হয়। কাল থেকে লং উইকএন্ড। শনি, রবি ও সোম তো ছুটিই পড়েছে। তার সঙ্গে তিনটে দিন নিয়ে নাও।

আমার দরকার নেই বাবার সিনিয়রদের নাতনিদের সঙ্গ দেবার। তাছাড়া তুই তো জানিস আমি যার তার সঙ্গে মিশতে পারি না।

ওরা যা তা নয়। হলে, সুব্রতদাকে চিনত না।

কোন সুব্রতদা ?

আহা আমি এবং তুমিও যেন আড়াই হাজার সুব্রত সামন্তকে চিনি।

ওরা চেনে তো আমার কী ?

যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখো তাই মিলিলে মিলিতে পারে অমূল্য রতন। তুমিই তো বলো। 'হঠাৎ কোথা হইতে কী হইয়া যাইবে' কে বলিতে পারে। আমি ছোটকাকার আলমারি থেকে চুরি করে দস্যু মোহন পড়েছি। তুমি তো সিরিয়াস সাহিত্যের ছাত্রী। তুমি তো আর এসব পড়োনি।

ইতিমধ্যে কাজের মেয়ে মণিকা, সে মুখ্যত মিনুরই দেখাশোনা করে, এসে বলল, দিদি

তোমার ফোন।

কে ?

বললেন, আমি চিনব না।

এ আবার কী ঢঙ ?

আমি গলা নামিয়ে বললাম, কোডারমার ফোন নয়তো ? সেই সুন্দর গলার ভদ্রলোকের ?

বেশি ফাজিল হয়েছিস, না ?

তাহলে বল, আমি কি বলব ওদের ? কাল আমরা ব্রেকফাস্টের পর বেরোব। তোমাকেও যেতে হবে আমাদের সঙ্গে।

পালাতো। আমাকে বিরক্ত করিস না।

আমি চলে যেতে যেতে শুনলাম মিনুদি ফোনে খুব উচ্ছল হয়ে কথা বলছে। সে কীরে ! হ্যাঁ রন্টু বলছিল বটে রায়সাহেবের নাতনিদের কথা কিন্তু আমি কি করে জানব যে, তোরা ! বল বল, কেমন আছিস ? কতদিন পরে গলা শুনলাম। গান-টান করছিস ?

কী ? ইয়ার্কি হচ্ছে।

তারপর বলল, কাল ? কোন দিকে যাবি ? কখন ?

-- না, রন্টু বলেছে। কিন্তু ও বাঁদরের কথা আমি সিরিয়াসলি নিইনি।

তারপর বলল, ফিরবি কখন ? ঠিক নেই ? সে কী রে ?

না। জলে পড়িনি। এতদিন পরে তোদের সঙ্গে দেখা হয়ে খুবই ভাল লাগবে কিন্তু তোরা আমাদের বাড়িতে কবে আসবি ?

কী ? আমাদের বাড়িতেই আছিস ? রন্টু দেখাশোনা করলেই যদি 'The Retreat' আমাদের হত তাহলে কথা ছিল কী ? ও বাড়িতে একটি বড় খোলা বসবার জায়গা আছে দেখেছিস ? পেছন দিকে। সেদিকে স্টেজ করে পেছনের লনকে অডিটোরিয়াম করে এখানে একবার বসন্তোৎসব করেছিলাম। তোরা তো বসন্তেই এলি -- করলে হয় একটা। কী বলিস ?

না, না দেখার বা শোনার লোক এখানে অনেকই আছে। বোঝার লোকও আছে। মানে বোদ্ধা। হাজারিবাগে কম শিক্ষিত এবং সংস্কৃতিসম্পন্ন বাঙালি নেই কিন্তু এরকম অনুষ্ঠান দেখা বা শোনার সুযোগের অভাবে ধীরে ধীরে সকলেরই যোগসূত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে বাঙালি সংস্কৃতির সঙ্গে। তোরা লাগিয়ে দে একটা। খুব অ্যাপ্রিসিয়েটেড হবে। এখানে অনেক ব্রাহ্মও আছেন।ব্রাহ্ম সমাজ কম্পাউন্ড বলে একটি মহল্লাও আছে।

অ্যাঁ ? তা তোরা বললে গাইব।

হ্যাঁ। কাল কথা হবে।

কে ?

তারপরই গলা নামিয়ে বলল, সুব্রত ?

তারপরে আরও কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল না, আমি খোঁজ জানি না। তবে রন্টু হয়তো জানে। তাকে জিজ্ঞেস করিস। তোরা জানলি কী করে যে তিনি এ দিকেই থাকেন ?

কে ? রন্টু বলেছে। ও। তবে তাকেই জিগগেস করিস।

তিনি গাইবেন কিনা তা আমি কী করে বলব।

কী ? শ্যামা ? উনি বজ্রসেন আর আমি শ্যামা ? সে কবে করেছিলাম। বিনা রিহার্সালে কি অত তাড়াতাড়ি এসব হয় ? ওসব পাগলামি ছাড়। দেখা হবে, কথা হবে ...। তোরা কিছু কর বরং। সোলো ও ডুয়েট গা না।

অ্যাঁ ? পথে ? গাড়িতে ? ঠিক আছে। গান টান হবে।

কটাতে তুলবি বলছিস ?

সাতটাতে।

সে কি ? বললি ব্রেকফাস্টের পরে।

-- ওখানে গিয়ে ব্রেকফাস্ট করব ? রন্টু কটাতে পৌঁছবে ? সাড়ে সাতটা ? তা সে পৌঁছক গিয়ে সে তো তোদের লোকাল গার্জেন। আমি আমাদের গাড়িতে পৌঁছে যাব চান করে আটটার মধ্যে। ঠিক আছে ?

সত্যি ! হোয়াট আ প্লেজেন্ট সারপ্রাইজ। ভাবতেই পারছি না।

মিনুদি বলল।

ফোন সেরে ঘর থেকে বেরোতেই আমি গেয়ে উঠলাম।

মিনুদিকে খুব হাসিখুশি দেখাচ্ছিল, অমন মুডে বহুদিন দেখিনি।

মিনুদি আমার গান শুনে বলল, প্লিজ রন্টু, তুই আমার সামনে আর যাই করিস গানটা গাস না। আমাদের ক্লাসে একটি ছেলে ছিল, তাকে বিলাওল রাগের একটা ঠাট গাইতে বলেছিলেন গুরুজি। সে গাইলে বলেছিলেন, বাবা, দেখো, গত রাতে পন্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের গান শুনতে গেছিলাম। তিনি সাতটি পর্দাই বেসুরে গেয়ে শোনালেন। তোমাকে দেখে বড় বিস্ময়ে লাগছে আমার। উনি সারা জীবন সাধনা করে যা আয়ত্ত করেছেন তুমি তাই কত কম সময়ে তা আয়ত্ত করেছ। তোমার জবাব নেই।

তারপরই ছেলেটি, নাম ভুলে গেছি, গান ছেড়ে দিল। তোর গলাতে একটা পর্দাও সুরে লাগে না। দয়া করে আমার সামনে তুই কখনও গান গাস না।

আমি বললাম মনে আনন্দ হলে কী করা যাবে ? যার গলায় সুর নেই সে কি আনন্দ প্রকাশ করবে না ? বলেই, আবার ধরে দিলাম গান।

বললাম, গরীবের কথা আর কে শোনে।

তারপরই গলা নামিয়ে বললাম, সুব্রত সামন্তর নামটা কেমন ম্যাজিকের মতো কাজ করল তোমার উপরে তাই দেখলাম। সত্যি ! মলি আর শেলি। কত অঘটনই যে সংসারে ঘটে।

বলেই বললাম, তুমি আরেকটা অঘটনের কথাও শুনে রাখো। ব্যাপারটা এখনও এক্সপোজড হয়নি।

কী ?

রায়সাহেবের বাড়িতে জোড়া অ্যালসেশিয়ান আছে। জানো কি তুমি ?

না। পেয়ার ?

পেয়ার হলে দু:খ কি ছিল ? তাহলে তো ল্যাঠাই চুকে যেত। সে দুটোই বিচ।

তাতে তোর ল্যাঠা কি ?

আমার ল্যাঠা মানে ? লাঠালাঠি হবে কাল পরশুর মধ্যে।

কী বলছিস খুলে বল। কুকরী দুটোর নাম মলি আর শেলি।

এ-এ-এ মার-আ-আ।

মিনুদি এমন করে সামান্য হেসে, সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে এ -- মাঃ শব্দ দুটো উচ্চারণ করল যে একমাত্র মেয়েরাই অমন করে উচ্চারণ করতে পারে।

তারপর বলল, এখন কী হবে ?

ঈশ্বর যা করবেন তাই হবে। যা টেনশনে আছি না, কী বলব !

নাম তো আর তুই রাখিসনি। তা তো রাখিনি। সে কথা রায়সাহেবও তাদের ফোন করে বলবেন কিন্তু ভাল বাংলাতে যাকে অন্তর্বর্তী বলে সেই সময়ে যে তুলকালাম কাণ্ডটি হবে তা সামাল দেবে কে ?

সেটা অবশ্য ঠিক।

আমি মলি শেলির ডিনার খাওয়ার তদারকি করব বলেছিলাম। ওরা সে প্রস্তাব নাকচ করে দিয়ে বলেছিল যে দিন থেকে আমাদের সঙ্গেই ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, আফটার নুন টি এবং ডিনার খাবেন সেদিন থেকেই তদারকি করতে দেব। তার আগে নয়। তাছাড়া, আমরা শিশু তো নই যে আমাদের বিব বেঁধে দিতে হবে, চামচ করে বেবি ফুড গিলিয়ে দিতে হবে। তবে বলে দিচ্ছি, আপনার কাকা এবং আমাদের বড় দাদু যখন আপনাকে চেম্বার থেকে ছুটি করিয়ে আমাদের দেখ-ভাল করার দায়িত্বই দিয়েছেন আগামী কাল থেকে সকাল সাড়ে সাতটায় আপনি রিপোর্ট করবেন এবং রাত দশটাতে ছুটি। এ বাড়িতে দশটি বেডরুম। আপনার চান, বিশ্রাম কোনও কিছুরই অসুবিধে হবে না। যদি সাজতে-গুজতে চান তাহলে সঙ্গে চেঞ্জও নিয়ে আসবেন। পাউডার, ইউডিকোলোন, পারফ্যুম।

আমি বললাম, সামসেরকে কী বলব ? কাল আপনারা এ সি গাড়িতেই যাবেন ? না জিপে ?

কোডারমা যাব তো কাল। কোন গাড়ি সুবিধা হবে ? জায়গাটা জঙ্গুলে কি ?

কোডারমা থেকে তো এলেনই। না, জঙ্গলে নয়। পথের পাশে জঙ্গল পড়ে একটু। পথ পাকা। এবং ভাল। ওটাই তো গয়ার পথ। আগে বলত গয়া রোড। আমার মনে হয়, একটা কারই নেওয়া ভাল।

মিনুদিকে যদি রাজি করাতে পারি এবং সুব্রতদাও যদি আসেন তাহলে তো আপনাকে ও সামসেরকে নিয়ে ছজন হব আমরা। কারে তো আঁটবই না।

শেলি বলল।

ঠিক বলেছিস।

মলি বলল।

তাহলে একটা টয়োটা কালিস অথবা টাটা সুমো নিয়ে আসতে বলব ? মাহিন্দ্রর বোলেরো বলতে পারি তবে বোলেরোতে সাতজনের জায়গা হবে না।

হ্যাঁ। কিন্তু এ সি থাকবে তো ?

হ্যাঁ। হ্যাঁ। থাকবে। আমি এখুনি ফোন করে দিচ্ছি মগনলালকে। মগনলাল-এর না থাকলে সে অন্য কারো গাড়ি ঠিক করে দেবে -- উকিল সাহেবের অর্ডার -- গাড়ির বিজনেস -- পুলিস কেস ও অন্য নানা কেস তো ওদের লেগেই থাকে। আমার কথা বেদবাক্য।

বারান্দাতে বেরিয়ে বললাম, আপনাদের বড় দাদু কি ফোন করেছিলেন ?

হ্যাঁ। কাল রাতে। খোঁজখবর নিলেন। আপনি কেমন দেখাশোনা করছেন আমাদের তার খোঁজও নিলেন এবং সারপ্রাইজিংলি আপনার খুব প্রশংসাও করলেন।

স্ট্রেঞ্জ। তা আপনারা একটুও চুকলি করলেন না আমার নামে ?

করব ভেবেছিলাম। কিন্তু তাড়াতাড়িতে মনে ছিল না। আজ করব।

কিন্তু উনি আমার কর্তব্য সম্বন্ধেই জিগ্যেস করলেন, আর কিছুই বললেন না ?

আর কী বলবেন ?

না, মানে যদি কিছু বলে থাকেন, তাই জিগগেস করছি আর কি ?

না। আর কিছুই বললেন না। কিছু কি বলার ছিল ?

মলি বলল।

কী মুশকিল। দাদু-নাতনির মধ্যে কথা। আর কিছু বলার ছিল কি না তা আমি জানব কী করে।

আপনার কথাবার্তা বড় হেঁয়ালি হেঁয়ালি। এই জানতে চাইছেন আর কিছু বললেন কি না দাদু আবার এই বলছেন দাদু-নাতনির কনভার্সেশন। ভেরি স্ট্রেঞ্জ ইনডিড।

বললাম।

আবার গুডনাইট বলে আমি চলে এসেছিলাম। ওরা যে মিনুদিকে অত তাড়াতাড়ি ফোন করবে বুঝতে পারিনি। তার মানে মিনুদির সঙ্গে বেশ ভালই হৃদ্যতা ছিল। বাঁচা গেল। আমার টেনশন অনেকটা কাটল।

রাতে টেনশনে ভাল ঘুম হল না। দুই কন্যাকে নিয়ে সারাদিন গাড়িতে ঘোরা, যদিও মিনুদি সঙ্গে থাকবে। নানা পিটপিটানি এদের। পথের জল খেলে কলেরা হবে, খাবার

চৌপায়াতে বসলে ভিডি হবে, থাবার থালাতে রুটি তড়কা খেলে এইডস হবে যত উদ্ভট উদ্ভট ধারণা। কয়েক বোতল মিনারাল ওয়াটার, কিছু ফল, নিজামুদ্দিনকে বলে ফ্লাস্কে কফি এবং মাঠা এই সব সকালে গিয়েই অর্গানাইজ করতে হবে।

সকাল হতেই সাত তাড়াতাড়ি উঠে এক কাপ চা খেয়ে জামাকাপড় পরে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। ঠিক সাড়ে সাতটায় পৌঁছলাম। শুনলাম মেমসাহেবরা পেছনের জগিং ট্র্যাকে জগিং করছেন। এখানে জিম নেই শুনে হতাশ হয়েছিলেন কাল। আমি সামনের বারান্দাতে চেয়ারে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোচ্ছি। প্রতিদিন আজকাল স্টেটসম্যান এবং টাইমস অফ ইন্ডিয়া এসেছে। মেমসাহেবদের অর্ডার। হেডলাইনে চোখ বোলাচ্ছি এমন সময়ে গেটের সামনে সকালের শান্তির দফারফা করে দিয়ে একটি হোঁৎকা মতো লোক মোটরসাইকেল স্টার্টে রেখে বললেন, কোই হ্যায় ? এ মালি গেটোয়া খোল।

ছোট মালি দৌড়ে যেতেই মোটরসাইকেল ভটভটিয়ে ভদ্রলোক একেবারে পোর্টিকোর মধ্যে চলে এসে মোটরসাইকেল পার্ক করিয়ে নামলেন। ইতিমধ্যে গেটে সামসেরকে দেখা গেল একটি ঘিয়ে রঙা টয়োটা কালিস নিয়ে উপস্থিত হতে। মালি আবার গেল দরজা খুলতে। এমন সময়ে আমার পেছনে দ্বৈতস্বরে শুনলাম গুড মর্নিং।

ওঁরা জগিং সেরে বসার ঘরের পেছনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন।

বললাম, গুড মর্নিং। এই যে কাগজ। আমি কিন্তু কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে সাতটায় রিপোর্ট করেছি।

ওরা মোটরসাইকেল আরোহীর দিকে এক ঝলক চেয়ে আমার পাশেই চেয়ার টেনে বসলেন হাতে খবরের কাগজ নিয়ে। ওই আগন্তুক একটু অভব্য টাইপের। মালিকে বললেন, নকুল কাঁহা ? বোলাও। তারপর আমার দিকে চেয়ে বললেন আপনাকে চিনলাম না তো।

মালি তাড়াতাড়ি বলল, ইনোনেই তো সামন্ত সাব ওকিল সাব।

তখন উনি হেসে বললেন, আপনার নাম শুনছি বহুদিন। কিন্তু আমি এমন এমন সময়ে আসি যে আপনার সঙ্গে দেখাই হয় না।

আপনি ?

আমি বললাম।

উনি বললেন, আমার নাম ঘোতন ঘোষ।

ঘোতন নামটি শুনেই আমার হৃৎপিন্ড বন্ধ হয়ে গেল। রায়সাহেব কি ওঁর কথাই বলেছিলেন কুকরীদের ব্যাপারে।

প্রচণ্ড মোটা ঘোতনবাবু কথা বলার সময় হাঁপান। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, অনেক কষ্টে আজ দুমাস চেষ্টা করে একটা দারুণ পেডিগ্রিওয়ালা যোগাড় করেছি। আজই বৃডিং করাব।

ইতিমধ্যে নকুল এসে উপস্থিত হতেই তিনি বললেন, নকুল এখনই চলো আমার সঙ্গে মলি আর শেলিকে নিয়ে। সায়গল সাহেবের বাড়ি কাছেই। আজহি উন দোনোকি ফকিং হোগা।

এইটুকু শুনেই মলি আর শেলি কাগজ ফেলে দিয়ে বসবার ঘরে চলে গেল। এদিকে ঘোতনবাবু থামে না। বললেন, ওরা যে হিট-এ এসেছে তা তোমরা আমাকে জানাওনি কেন ? অ্যাঁ। এদিকে আমি সাহেবের ঝাড় খাচ্ছি। চলো এক্ষুনি আমার সঙ্গে মলি শেলিকে নিয়ে আমি আস্তে আস্তে চালিয়ে যাচ্ছি, ওই তো মোড়েই বাড়ি। চেনো না সাইগল সাহেবের বাংলো ?

আমি বললাম, এখন ওরা একটু ব্যস্ত থাকবে। বাড়িতে রায়সাহেবের অতিথি এসেছেন। আপনি বরং নটা নাগদ আরেকবার কষ্ট করে আসুন। আমি রায়সাহেবকে বলে দিচ্ছি যাতে উনি আপনার ওপর রাগ না করেন।

মুশকিল হল। আমার আরেকটা বিচ নিয়ে যেতে হবে ওঁর কাছে নটাতে। ঠিক আছে আজ তাহলে ক্যানসেল করে দিচ্ছি। নকুল তুমি মলি আর শেলিকে রেডি করে রাখবে কাল আটটার সময়ে।

আমি বললাম, কালও আটটাতে হবে না। নটা অবধি ওরা ব্যস্ত থাকবে। আপনি নটার সময়ে আসবেন।

বলছেন ?

হ্যাঁ। তাই বলছি।

ঠিক আছে। দিনটাই নষ্ট হল আমার। বলে, উনি মোটর সাইকেল ভটভটিয়ে চলে গেলেন। উনি চলে যেতেই আমি বসার ঘরে গেলাম। দেখলাম দুজনের চোখ-মুখ লাল।

বললাম, চা দিতে বলি ?

না। থ্যাঙ্ক উ। আমাদের জন্যে আপনার কিছুই করতে হবে না।

বললাম, দয়া করে আমার উপর রাগ করবেন না। আপনারা বরং রায়সাহেবকে একটা ফোন করুন। দোষ তো ওঁরও নয়। দোষ সব এই হোঁৎকা ঘোতনবাবুর। বিচ দুটো যখন পাপি ছিল তখন এই ঘোতনই তাদের সাপ্লাই করে। রায়সাহেব তখনই বলেছিলেন কী মানুষের মেয়ের মতো নাম, নাম বদলে দিচ্ছি আমি। তখন ওই ঘোতনই বলে যে ওই নামে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছে ওদের এখন নাকি ট্রেনিং-এর নাম বদলালে অসুবিধে হবে।

মলি কেঁদে বললেন, হাউ ইনসাল্টিং। বড় দাদুকে ফোন করতে যাব কী করতে ? দাদু কি আমাদের নাম জানতেন না ?

দাদু তো আপনাদের বুড়ি আর খুকু বলে জানেন। অত বড় উকিল, মাথাতে কত ঝামেলা, ওঁর কি তখন মনে ছিল ? আপনাদের কত ভালবাসেন উনি -- উনি কি নাতনিদের ইনসাল্ট করার জন্যে ইচ্ছে করে অমন করতে পারেন ?

শেলি বলল, আপনি জানলেন কী করে যে উনি আমাদের বুড়ি আর খুকু বলে ডাকেন ?

জানতে হয়। ইন ফ্যাক্ট এই ক্যালামিটি ...

ক্যালামিটি ?

ক্যালামিটি ছাড়া কি ? তার চেয়েও স্ট্রং যদি কোনও টার্ম থাকে তবে আমি তাই ইউজ করতাম -- একে প্রায় ন্যু ইয়র্কের টুইন টাওয়ারেরই ডিভাস্টেশনই বলা যেতে পারে। উনিও রাতে ঘুমোতে পারেননি -- ব্যাপারটাকে কীভাবে এক্সপ্লেইন করবেন আপনাদের কাছে। আসলে আমি কাকাকে দিয়ে গতরাতেই ওঁকে ফোন করিয়েছিলাম -- তা উনি বললেন, এখুনি নয়। ওরা হাঁউ-মাঁউ করবে। ঠিক আছে।

তারপর বললাম, আচ্ছা, আপনারা না ফোন করেন আমিই করছি, করে আপনাদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দিচ্ছি।

নাম্বারটা আমার পকেট ডায়ারিতে ছিল। ০৬৫ । রাঁচির এস টি ডি কোড ডায়াল করেই রায়সাহেবের নাম্বার ডায়াল করলাম।

মিশিরজি ধরতেই বললাম, ম্যায় হাজারিবাগসে রথীন সামন্ত বোল রহা হ্যায় জি। রায় সাহাবসে বাত করনা হ্যায়। বহুতই জরুরি।

মিশিরজি একটু দ্বিধা করে বললেন উনোনে তো চায়ে পি রহ্যা হ্যায়, জব বহুতই জরুরি হায় তব দেহি দেঁতে হ্যায় লাইন। লিজিয়ে। বাত কিজিয়ে।

ইয়েস।

রায়সাহেবের গম্ভীর গলা শোনা গেল। স্মোকারদের গলা সকালে আরও গম্ভীর শোনায়।

বললাম, স্যার আমি রন্টু বলছি, রথীন, সামন্তবাবুর ভাইপো।

ও গুড মর্নিং। বলো রথীন। এত সকালে ? মলি শেলির বম্ব এক্সপ্লোড করেছে বুঝি ?

হ্যাঁ স্যার।

বেচারা। আই ফিল সরি ফর উ। সব দোষই ওই হারামজাদা ঘোতনের।

আপনি ওঁদের সঙ্গে কথা বলুন স্যার। ওঁরা খুবই আপসেট।

হ্যাঁ হ্যাঁ দাও। আই মাস্ট ফেস দ্যা মিউজিক।

মলি টেলিফোনে ভেঙে পড়ে বলল, হাউ কুড উ ডু ইট বড় দাদু ?

তারপর ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি আরে শেলি আজই চলে যাব এখান থেকে।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। নকুল চা নিয়ে এসেছিল,

আমি এক কাপ চা ঢেলে নিয়ে বেশি করে দুধ চিনি মিলিয়ে চুমুক দিলাম। এছাড়া এখন আমার করার আর কিই বা ছিল ?

প্রায় মিনিট দশেক দাদু আর নাতনিদের কথা হওয়ার পরে -- আমার ডাক পড়ল ফোনে।

আমি বললাম, বলুন স্যার ?

স্যার স্যার বলবে না আমায়। বুড়ি আর খুকু বড় দাদু বলে তুমিও আমাকে বড় দাদুই বলবে। আই অ্যাম ভেরি সর ফর দ্যা এমবারাসমেন্ট উ ফেসড মাই চাইল্ড। কোনওক্রমে ম্যানেজ করেছি। এর চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে জাস্টিস মানচান্দানির কোর্টে মামলা জেতা অনেক সোজা ছিল। থ্যাঙ্ক উ ভেরি মাচ। এবার থেকে রাঁচি এলে তুমি আমার গেস্ট হয়ে আমার বাড়িতেই থাকবে। আমি চাটুজ্যেকে আজই বলে রাখব। প্লিজ ফিল ফ্রি টু স্টে হিয়ার অ্যাজ মাই গ্রান্ড চাইল্ড। গড ব্লেস উ।

ফোনটা ছেড়ে দিয়ে ওঁদের দিকে তাকালাম।

বললাম, কত অদ্ভুত কান্ডই না ঘটে সংসারে। কাল রাতে আমার তো ঘুম হয়ইনি, আপনাদের বড় দাদুরও হয়নি। বেচারা।

বলেই বললাম, দুটি সুন্দর মুখে এবার কি একটু হাসি দেখতে পারি। বাইরে চা ঠান্ডা হচ্ছে। বাইরে বলুন। চান করে তৈরি হয়ে নিতে হবে তো ? সামসের গাড়ি নিয়ে হাজির হয়ে গেছে অনেকক্ষণ।

মলি ও শেলি স্বাভাবিক হয়ে, জগিং স্যুটের হাতা দিয়ে চোখ মুছে বাইরে এল। নকুলকে বললাম, নকুল মেমসাহেবদের চা বানিয়ে দাও। বিস্ক ফার্মের বিস্কিট এনেছ তো হরিরামের দোকান থেকে।

হ্যাঁ সাহাব।

শেলি বলল, আমাদের চা আমরা বানিয়ে নেব।

নকুলকে বললাম, তুমি যাও, নিজামুদ্দিনকে পাঠাও। ব্রেকফাস্ট-এর অর্ডার নিয়ে যাবে।

তারপর ওদের বললাম, মিনুদি কিন্তু এসে পড়বে আটটার মধ্যে।

শেলি বলল, জানি।

আমি বললাম, আপনাদের জন্যে আজ আপনাদের দাদুকে আমি ফোন করলাম একটা ফোন কিন্তু আপনাদের করতে হবে আমার জন্যে। আমার স্বার্থে।

এখনই ?

না, না, এখনই নয়। সময় হলে বলব, হোয়েন দ্যা টাইম ইজ রাইপ।

ঠিক আছে।

কথা দিলেন তো ?

মলিকে বললাম।

প্রমিস।

শেলি বলল, আপনি বড় দাদুকে কী যাদু করেছেন বলুন তো ?

বললাম, আমার কেরামতি ওই বুড়ো মানুষদেরই যাদু করার, আপনাদের মতো তরুণীদের তো যাদু করেছে শাহরুখ খান।

ওরা হেসে বলল, মিথ্যে বলব না, করেছে।

যখন রাত আটটা নাগাদ আমরা সবাই হাজারিবাগে The Retreat-এ ফিরলাম তখনও মিনুদি আর মলি শেলির গল্প শেষ হয় না। এও ঠিক হয়েছে যে আগামী শনিবার The Retreat-এর লনে অডিটোরিয়াম আর সেই খোলা বসার ঘরে ওরা বসন্তোৎসব করবে। কোডারমা থেকে সুব্রতদাও আসবে। এও ঠিক হয়েছে যে মিনুদি আর আমি বাড়ির পাট চুকিয়ে এসে বৃহস্পতিবার রাত থেকে The Retreat-এই থাকব। শনিবার দোল পূর্ণিমা। বিহারীদের হোলি অবশ্য রবিবারে। বুড়ো দাদুকেও আসতে বাধ্য করবে বলেছে মলি আর শেলি। তার চেয়েও বড় কথা আমারই মতো বেরসিক আমার কাকাকেও ওরা আসতে বাধ্য করবে বলেছে।

কে জানে। কাকাও হয়তো আমারই মতো। গান বাজনা আমি খুব ভালবাসি। যারা ভাল গান করেন আমি তাদের প্রেমে পড়ে যাই কিন্তু বিধাতা নিজের গলাতে সুর দেননি।

মলি আর শেলি অনেকটা রানি মুখার্জি আর কাজলের মতো দেখতে। শুনেছি ওঁরাও নাকি কাজিন। আমি আর কজন মেয়ে দেখেছি জীবনে। তাই উপমাতে দারিদ্র আমার। হাতের কাছে রানি মুখার্জি আর কাজল থাকাতেই বললাম। কিছুদিন আগে আমার বিহারী বন্ধু হর্ষদের সঙ্গে ‘কভি খুশি কভি গম’ নামের একটা হিন্দি ছবি দেখাতে এঁদের চেহারাটাই মনের মধ্যে ছিল।

মলি শেলিকে নামিয়ে দিয়ে টাটা গুডনাইট টাইট করে সামসের কালিস নিয়েই আমাদের বাড়ি পৌঁছে দিল। ও The Retreat-এই থাকবে যে কদিন মলি শেলিরা থাকে।

ফেরার সময়ে আমি মিনুদিকে বললাম, আমার যে কী ভাল লাগছে তোমাকে বোঝাতে পারব না।

মিনুদি গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কারণটা সহজেই অনুমেয়।

বললাম, বিশ্বাস করো মিনুদি, ভাল লাগছে অন্য কোনও কারণে নয়, তোমাকে এত সুখী কোনওদিন দেখিনি। তুমি কত গান গাইলে ওদের সঙ্গে সারা পথই প্রায়। আর সুব্রতদার নাম শুনেছিলাম, কখনও আলাপ তো হয়নি। কী দারুণ মানুষ গো মিনুদি। আমি তো প্রেমে পড়ে গেছি। আর ওঁর বাবা ? আ গ্রেট ম্যান।

চোখের সামনে মলি শেলি থাকতে পুরুষের প্রেমে কোন দু:খে প্রেমে পড়তে যাবি।

ওরকম পুরুষের জন্যে Gay-ও হওয়া যায়।

ইস-স-স। ওই শব্দটা আমার সামনে উচ্চারণ করিস না। পৃথিবীতে অনেক কিছুই হচ্ছে এখন শুনি কিন্তু আমার গা গুলোয়। আমার সামনে বলিস না।

বললাম, বলো মিনুদি ? তুমি খুব খুশি হওনি আজকে ? সুখী ?

মিথ্যা বলব না। হয়েছি। বহুদিন বাদে সুব্রতর সঙ্গে দেখা হল। কিন্তু কিছু মানুষের কাছে সুখ বসন্তী ফুলের মতো আসে। অতি স্বল্পক্ষণের জন্যে। সেই ক্ষণিক সুখ কষ্টকেই বাড়িয়ে দিয়ে যায় শুধু।

তারপর বলল, কী করব বল ? মা আমাকে অন্য শিক্ষা দিয়েছিলেন। বাবাকে দেখতে বলেছিলেন। কাজ পাগলা মানুষ। আর বলেছিলেন, যে সুখ মা-বাবার সম্মতি আর আশীর্বাদের সঙ্গে না আসে, সে সুখ চিরস্থায়ী হয় না।

তুমি বড় সেকেলে আছ মিনুদি। চিরস্থায়ী শব্দটাই আজকাল বাতিল হয়ে গেছে। একটি বোতাম টিপলেই অ্যাটম বোমা বা একটি মিসাইল যখন পৃথিবীকেই ধ্বংস করে দিতে পারে তখন সুখের আবার চিরস্থায়ীত্ব কি ?

তারপর বললাম, মিনুদি, তোমার আমি মস্ত অ্যাডমায়রার। আজ থেকে সুব্রতদারও হলাম। সামান্য কাঠবেড়ালিও তো সেতুবন্ধনে কাজে লেগেছিল। আজ থেকে এই আমার তপস্যা। শুরু হল। কী করে তোমাদের মিলিয়ে দেওয়া যায়। কাকাকে কী করে ম্যানেজ করা যায় তার একটা বুদ্ধি আমাকে বের করতেই হবে।

পাগলামি করিস না। আমার সাঁইত্রিশ বছর বয়স হয়েছে। আর কবছর পরেই তো বুড়ি হয়ে যাব। আমার সুখ-দু:খ নিয়ে আর ভাবি না। ছাত্রীরা আছে, স্কুল আছে, পড়াশুনা আছে -- এই নিয়েই চলে যাবে জীবন। কষ্টটাই এখন সঙ্গী হয়ে গেছে। তাকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হবে।

সুব্রতদার বয়স এখন কত হবে ?

কত হবে ? বেয়াল্লিশ তেতাল্লিশ। ওর কষ্টটা আমার চেয়ে অনেক বেশি। আমার জানা কত মেয়ে ওর প্রেমে পাগল আর খেঁদি-বুঁচি এই আমাকেই ওর মনে ধরল। আসলে ও গান পাগল। আমাকে নয়, আমার গানকেই ও ভালবেসেছে।

বাড়ি পৌঁছেই চান করে শুয়ে পড়লাম। কোডারমাতে সুব্রতদাদের বাড়িতে যা খেয়েছি তাতে রাতে আর কারওর খিদে ছিল না। সুব্রতদারও মা নেই। বাবার বয়স হয়েছে কিন্তু এখনও খুব শক্ত সমর্থ। এককালে ভাল শিকারী ছিলেন। সুব্রতদা যে আমাদের রজৌলির ঘাটে নিয়ে গেছিলেন তা শুনে খুব খুশি হলেন। বললেন, ও ঘাটে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে রাতে গাড়ি করেও কেউ যেত না। বাঘ ভাল্লুক চিতার রাজত্ব ছিল। ওই ঘাটেই সুব্রতদা আমাদের খনকতুম্বি নামের একটি অভ্রখনি দেখালেন। ওটি নাকি পৃথিবীর গভীরতম অভ্র খনি। ইংরেজদের কোম্পানি ছিল ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানি -- কোডারমা থেকে কিছু দূরে শিবসাগর। ভারতের সবচেয়ে বড় অভ্র কোম্পানি।

সুব্রতদার বাবা বলছিলেন, মাইকা বা অভ্র বড় বড় চাঙ্গরে পাওয়া যায়। পাথরের স্ল্যাবের মধ্যে মধ্যে থাকে। সেই চাঙ্গরের মধ্যে অগন্য পরত থাকে। স্থানীয় মেয়েরা ছুরি দিয়ে মাইকার স্ল্যাব থেকে সেই সব ফিনফিনে পরত যে কী দক্ষতার সঙ্গে বের করে তা দেখবার মতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে মাইকার চাহিদা কমে যায়। আগে এরোপ্লেনের জানালাতে মাইকা লাগত, পেট্রোম্যাক্সের এবং ভাল লন্ঠনেও কাচের বদলে মাইকা ব্যবহার হতো। অরও অজস্র ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউজ ছিল মাইকার।

সুব্রতদার বাবা বলছিলেন যে দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ইংরেজদের কাছে থেকে রামকুমার আগরওয়াল কিনে নেন ওই কোম্পানি। ওঁরা উত্তরপ্রদেশের আগরওয়াল -- নিরামিশাষী ছিলেন। ওঁদের পাঁচ নম্বর বাংলোটি ছিল গেস্ট হাউস। তখন কলকাতা থেকে গুহসাহেব শিকারে আসতেন। সঙ্গী হতেন সুব্রতদার বাবা এবং একজন মহারাস্ট্রিয়ান লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার মিস্টার বিজাপুকার। শিকারের নানা রোমহর্ষক গল্প শোনালেন উনি মলি ও শেলির অনুরোধে।

বড়িতে স্ত্রী নেই, একজন ভদ্রঘরের বিধবা মহিলা সুরমা মাসি পুরো সংসারের দায়িত্বে আছেন। উনি নাকি ওঁদেরই এক কর্মচারীর স্ত্রী। নিঃসন্তান বিধবা। তিনিও ঘর পেয়েছেন আর সমস্ত মমতা দিয়ে সেই ঘর সামলাচ্ছেন। সুব্রতদার শিক্ষা খুব ভাল। ভারী সম্ভ্রান্ত তাঁর আচার-ব্যবহার। সুরমা মাসির সঙ্গে ও বাড়ির অন্যান্য কাজের লোকের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার দেখেই বোঝা যায়া মানুষটা ভারী ভদ্র আর নরম।

মিনুদি আর সুব্রতদার ব্যাপারে আমার মাথাতে একটা প্ল্যান এসেছে। সেটা সময়ে খুলব। মিনুদি কাল দুপুরে খাওয়ার সময়ে আসবে The Retreat-এ। তারপর সন্ধের মুখে মুখে

আমরা হাজারিবাগ ন্যাশনাল পার্ক দেখতে যাব ওঁদের নিয়ে। একটু বেলা থাকতেই বেরোব নইলে রাজডেরোয়ার টাইগার ট্র্যাপটি দেখানো যাবে না। এই পার্কের নাম আসলে রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্ক। রামগড়ের রাজার শুটিং এরিয়া ছিল এটা আগে। সেখানেই প্রায় পঞ্চাশ বছর হল পার্ক হয়েছে। কাছেই রামগড়ের রাজার প্রাসাদ। এখন সেখানে বি এস এফ বা পুলিশের অফিস হয়েছে।

আমায় অবশ্য যেতে হবে সকালেই। গিয়ে মলি ও শেলিকে দিয়ে আমার কাকা, সুব্রতদার বাবা এবং রায়সাহেবকে ফোন করাতে হবে শনিবার বিকেল বিকেল আসবার জন্যে। সবশুদ্ধ শ দুয়েক মানুষ আসবেন। সবাইকে চা এবং স্ন্যাকস দিয়ে আপ্যায়িত করা হবে এমনই মলি শেলির ইচ্ছা। তারপর ঘনিষ্ঠ জনা কুড়ি ডিনার খেয়ে যাবেন। সুব্রতদার বাবা সুরমা মাসি এবং বুড়ো দাদু রাতটাও The Retreat-এ কাটিয়ে যাবেন। রায়সাহেবকে ওরা রবিবারও আটকে রাখবে বলেছে তারপর দুপুরে খাওয়ার পরে ওঁর সঙ্গেই ছোটাপালু ঘাট হয়ে রাঁচি চলে যাবে। রাঁচি থেকে রাতে হাতিয়া-হাওড়া এক্সপ্রেস ধরে সোমবার সকালে কলকাতা। তাই সকালে পৌঁছে বিস্তর ফোনাফোনি করতে হবে। আমি লাইন ধরিয়ে দেব গৃহকর্ত্রীরা নেমন্তন্ন করবে। মিনুদি রাত জেগে একটা লিস্ট করে দেবে আমাকে। টেলিফোন গাইড খুলে ফোন নাম্বার দেখে দেখে সকলকে ফোন করতে। মিনুদি নিজেও কয়েকজনকে ফোন করবে। আর সুব্রতদারা দুটি গাড়িতে করে তাঁর বাবা প্রশান্ত মেসোমশাই ও সুরমা মাসিমা এবং তাঁদের খুব কাছের কয়েকজন গান-পাগল বন্ধুবান্ধব, সবশুদ্ধ জনা দশেক আসবেন। এমনই কথা হয়েছে প্রাথমিকভাবে।

সুব্রতদারা সে রাতেই ফিরে যাবেন গাড়ি নিয়ে কোডারমা। আমার খুব ইচ্ছে ছিল আমাদের বাড়িতে থাকতে বলার কিন্তু সঙ্গে অনেকে আছেন। তাছাড়া এ বাড়ি যেদিন আসবেন সেদিন সানাই যাতে বাজে তারই চক্রান্ত করছি আমি। জানি না, সফল হব কি না।

ঘুম আসছে না। কেবলই মলি আর শেলির মুখ, কথা, হাসি এবং গান ফিরে ফিরে আসছে। রানি মুখার্জি এবং কাজল। একটা ঘোরের মধ্যে আছি। অনেকে বলে কাজল রানির চেয়ে অনেক ভাল অভিনেত্রী। হয়ত হবে। কিন্তু আমার রানিকে বেশি পছন্দ। হাসিটা কী দুষ্টু এবং মিষ্টি। রানি মুখার্জিকে প্রথমে দেখি হিরো সাইকেলের বিজ্ঞাপনে। তখনও নাম জানতাম না। বিজ্ঞাপনে দেখেই দিওয়ানা হবার উপক্রম। তারপর দেখলাম কভি খুশি কভি গম। সেই ছবিতে রানিকে পছন্দ না করে শাহরুখ কাজলকে পছন্দ করল। তা করল করুক। আমি তো শাহরুখ খান নই, ওদের ভাষায় শাহরুখের মতো। আমার রানিকেই বেশি পছন্দ। মানে মলিকে।

তারপরই একটি বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে পাশ ফিরলাম। বামন হয়ে চাঁদে হাত দেবার ইচ্ছা। কোথায় হাজারিবাগ শহরের সামন্ত উকিলের জুনিয়র সামন্ত উকিল আর কোথায় ওরা।

জানি স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন দেখার মধ্যেই তো স্বপ্নর সব মজা।

তবে মিনুদি আমাকে ফিউজ করে দিয়েছে। গাড়িতে। ওদের বলল, তোরা আবার রন্টুর গান শুনতে চাস না যেন। আর যা বলিস ও করে দেবে। নাচতেও পারে, অবশ্য মুখে গরম আলু পড়লে।

মলি বলল, ওরকম করে বোলো না মিনুদি। গান না গাইতে পারে তোমার ভাই গান ভাল তো বাসে।

তা বাসে।

একটু বেশিই বাসে। নইলে তোদের কি এত পছন্দ হয়।

গান তো শোনে বেচারা আজই গাড়িতে।

ওই হল।

কিন্তু বললে কী হবে ? আমরা দুজনেই বলছিলাম তোমার ভাই ভীষণ হ্যান্ডসাম। শাহরুখ খান এর মতো।

মিনুদি বলল, হ্যাঁ রাঙা মূলো।

শাহরুখ মোটেই রাঙা নয়।

তাহলে কালো মূলো।

মিনুদি বলল।

ওরা সকলে হই হই করে হেসে উঠল।

কানাকে কানা খোঁড়াকে খোঁড়া বলা উচিত নয়। আমি মিনুদির জন্যে জান লড়িয়ে দিচ্ছি আর মিনুদির এই কি প্রতিদান ? এটা উচিত নয়।

ফোন প্রায় সকলকেই করা হয়ে গেছে। পুরো হাজারিবাগ একসাইটেড। আমার উপর ভার পড়েছে স্টেজ বানাবার ও সাজাবার। স্ন্যাকস-এর মেনু ঠিক করবার।

এরকম সব কাজ করে মজা আছে। যা খুশি করো মনের খুশিতে করো, লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন, থুরি রায়সাহেব। অর্থ যে কত বড় জিনিস তা আমাদের মতো যারা মধ্যবিত্ত তারাই জানে।

আমাদের কি সখ নেই ? রুচি নেই ? সবই আছে শুধু যথেষ্ট অর্থের অভাবে সবকিছুই নমোঃ নমোঃ করে সারতে হয়। তবে যাই হোক আমরা যা আমরা তাই। বেশি অর্থ মানুষকে, অধিকাংশ মানুষকেই নষ্ট করে দেয়। সবাই রায়সাহেব বা তাঁর নাতনিদের মতো ভাল, ভদ্র এবং সুরুচিসম্পন্ন হন না। খুব কমই হন।

দুপুরে লাঞ্চ খাওয়ার পরে মিনুদির সঙ্গে ওরা গান নিয়ে বসল।

শেলি বলল, সকালে আসবে তো মিনুদি। ভরপেট খেয়ে কি গান করা যায় ?

সেটা ঠিকই বলেছিস। কাল থেকে তাই আসব। তোরা রাতে নিজেরাই, মানে নিজের নিজের Soloগুলো একটু প্র্যাকটিস করে রাখিস। ভুলে যাস না, সুব্রতদার সঙ্গে দুটো ডুয়েট আছে আর তোদের দুজনের একটি ডুয়েট। দুজনেরই দুটো করে Solo। তাছাড়া কোরাস তো আছেই। প্রয়োজনে সুব্রতদাকে ফোন করে ফোনেই গেয়ে নিস।

এ আবার কি সুব্রতদা আসতে পারছে না ? এমনকী দূর পথ।

সে আমি জানি না। আমি বললে আসবে না জানি। তোরা বলে দ্যাখ।

এই যে মিস্টার সামন্ত। লাইনটা লাগান না দয়া করে একটু। দিই একটু কড়কে। রিহার্স না করলে প্রোগ্রাম তো ঝুলে যাবে একেবারে।

লাইন পেলে শেলি বলল, সুব্রতদা, উ আর ওয়ান্টেড ব্যাডলি হিয়ার। রিহার্স না করলে প্রোগ্রাম ঝুলে যাবে। কালকে আসছই। তারপর শনিবারে তো আসতেই হবে। স্টেজ

রিহার্সাল।

তারপর সুব্রতদাকে 'হ্যাঁ' বা 'না' বলার সুযোগ না দিয়েই বলল, কালকে সকালেই চা খেয়েই চলে আসুন। ব্রেকফাস্ট খেয়ে বসব। তারপর লাঞ্চও ডিনারও এখানে।

ওদিক দিয়ে কী বললেন উনি বোঝা গেল না।

শেলি বলল, সুরমা মাসির অসুখ? কী হয়েছে? ধরাই পড়ছে না? তাহলেও আসুন সন্ধেবেলা না হয় ফিরেই যাবেন।

তারপর শেলি বলল, ও। সকালেই ডাক্তার আনতে যাবেন।

ঠিক আছে। তাহলে আর কি হবে। প্লিজ আসার চেষ্টা করবেন।

ফোন ছাড়লে আমি জিগগেস করলাম কী হল?

না সুরমা মাসির খুব অসুখ। কী অসুখ ধরা পড়ছে না। পেটে অসহ্য ব্যথা, জ্বর। তাই সকালে ডাক্তার-বৈদ্য করে ওঁকে সুস্থ করে, মানে যদি সুস্থ হন, তবে লাঞ্চ-এর আগে এসে পৌঁছবেন।

তারপর বললেন, মিনু যেন থাকে।

বোঝো মিনুদি। আমরা সব নন-এনটিটি।

মিনুদি বলল, তুইও যেমন। নিজে তো হারমনিয়ম বাজিয়ে গায় না। আমি না থাকলে বাজাবে কে?

শেলি বলল, আহা। কী যে বল তুমি। সুব্রতদার যা গলা আর যা সুরজ্ঞান স্বরস্থান কাঁদে না একফোঁটা। খালি গলাতে গাইলেও বহু বাঘা বাঘা আর্টিস্ট কাত হয়ে যাবে। ওসব বোলো না।

মলি বলল, তুই কিছু বুঝিস না। মিনুদিকে একটু দেখতে পেলে খুশি হন। বাজাবার জন্যে থোরি বলছেন।

আমি বললাম, ঘরের মধ্যে বসন্তোৎসবের গান নিয়েই বসে রইলেন আর আপনার দাদুর বাগানে বসন্ত, আমাদের ঋতুরাজ যে কী দারুণ সাজে সেজেছেন সেটা একবারও দেখলেন না?

মলি বলল, চলুন তাহলে ঋতুরাজকেই প্রত্যক্ষ করে আসি।

তা আমাদের চিনিয়ে দেবে কে ? ঋতুরাজের সাজ ?

মলি বলল।

কেন ? নির্গুণ আমিই চিনব। গান গাইতে পারি না বলে কি অন্য কোনও গুণ নেই ?

শেলি বলল, গুণের দরকারই বা কি ? রূপই তো যথেষ্ট।

আমি বললাম, শোনো মিনুদি। তোমার কাছে গান শিখতে আসে যে সুরাতিয়া সে নাকি আমাকে ঘোড়ফরাস-এর সঙ্গে তুলনা করেছিল।

মিনু তো হাসলই, সঙ্গে ওরাও ঘোড়ফরাস শব্দের মানে না বুঝেই শুধু শব্দটির ধ্বনির ব্যঞ্জনাতেই হেসে উঠল।

ঘোড়ফরাস মানে কী ?

শেলি বলল।

আরে বিরাট বড় বড় হালকা ধূসর অথবা নীল রঙা হরিণ, থুরি অ্যান্টিলোপ হয় একরকমের, কপালে থাকলে তোরা রাজডেরোয়া ন্যাশনাল পার্কে দেখতে পাবি, ওখানে আছে অনেক, তাদেরই বিহারে বলে ঘোড়ফরাস।

বিহার কি ? ঝাড়খন্ড বলো।

ওই হল।

এটা কী গাছ ? কী সুন্দর হালকা বেগুনি ফুল ?

এটা জ্যাকারান্ডা। শুনেছি অস্ট্রেলিয়া না আফ্রিকান গাছ। পালামৌর আমঝরিয়া বাংলোর সামনে অনেকগুলো গাছ আছে। কেঁড় বাংলোর সামনেই ছিল। তা টাইগার প্রজেক্টের ডিরেক্টর সেন সাহেব কেটে দিলেন। এমার্সনের সেই একটা কবিতা পড়েছিলাম না ?

কী কবিতা ?

Bold as the Engineer who fells the wood
Love not the flower they pluck
And know it not
All their botany is latin name.

সেইরকম বনবিভাগের আমলা আর কি। মূল বাংলোর পাশে দুটো মস্ত বায়র গাছ ছিল। রাতে হরিণেরা বায়র খেতে আসত সে দুটোকে কেটে ফেলে তাঁর স্ত্রীর মর্জিমতো না কি দুটি কটেজও বানিয়েছিলেন। একেই বলে খোদার ওপর খোদকারি।

আমাদের নিয়ে যাবেন না পালাম্যু ?

এত অল্প সময়ে কী হয় ? কোনওরকমে বুড়ি ছুঁয়ে বেতলা দেখে আসা যাবে কিন্তু তবুও রাতে ওয়াইল্ড লাইফ দেখতে হলে তো রাতে থাকতে হবে। দুদিন তো লাগবেই।

ওখানে কী কী দেখা যাবে ?

বাঘ দেখা যাবে ?

টাইগার প্রজেক্ট যখন তখন বাঘ তো আছেই তবে দেখা যাবে কিনা বলা যায় না। বাঘেরা কোর এরিয়ার মধ্যেই থাকে সাধারণত, আর সাধারণ ট্যুরিস্টদের কোর এরিয়ার মধ্যে ঢোকা বারণ। তাছাড়া ওদিকে আজকাল এম সি সি-এর দৌরাত্ম্যও কম নয়। তবে বাঘ ছাড়া হাতি, গাউর বা ভারতীয় বাইসন, শম্বর, হরিণ ইত্যাদি অবশ্যই দেখা যাবে।

তারপর বললাম, আরেকবার আসুন অনেক সময় নিয়ে হাতে, অন্তত দিন পনেরো। এ অঞ্চলে যা যা দেখবার সব দেখিয়ে দেব। তবে আমার কোর এরিয়ার মধ্যে যাবার সুযোগ হয়েছিল চিফ জাস্টিস বসাকের সঙ্গে। বাগেচম্পা, ফুটকু, কুজরুম, সইদুপ ঘাট সব দেখেছিলাম। বাগেচম্পার সামনের কোয়েলে চান করেছিলাম। সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। তবে সেই একদিনের সফরে বাঘ দেখিনি। রাতে অবশ্য আমরা থাকিওনি।

মলি বলল, এগুলো কী গাছ ?

মিনুদি বলল, এগুলো আমিও চিনি। সোনাঝুরি। জামসেদপুরের সোনারি লিন-এ হাজার হাজার আছে। কাইজার বাংলোর সব রাস্তাতেই। আর ওটা ইউক্যালিপটাস। এমনিতেই হাওয়াতে সুগন্ধ ছড়ায় আর বর্ষাকালে তো কথাই নেই।

তবে এই দু গাছই ভাল নয়।

আমি বললাম।

কেন ভাল নয় ? ইউক্যালিপটাস থেকে ইউক্যালিপটাস অয়েল হয়। সর্দিতে একটু শুঁকলেই সর্দি ভাল। তাছাড়াও কত ওষুধে লাগে।

মিনুদি বলল।

তা লাগে। কিন্তু এসব গাছে পোকা হয় না, পোকা হয় না, পাখি বসে না, পাখি বাসা করে না বলে সাপ আসে না, সাপ আসে না বলে ময়ূর আসে না ...

বাবা এত নটে গাছটি মুড়োলোর মতো গল্প দেখছি।

মলি বলল।

অনেকটা তাই। এসব ইকোলজিকাল ব্যালান্স-এর ব্যাপার।

বাবাঃ আপনি উকিল হলেও কত কী জানেন।

উকিলদের পেশাটাই এমন যে তাঁদের অনেক কিছুই জানতে হয়। আমি আপনার বড় দাদুকে দেখেছিলাম একটা মার্ডার কেসে জেরা করবার জন্যে রাঁচির বিখ্যাত শিকারী পরিবার ময়মনসিংহর আচার্যদের বাড়ির কারোকে ডেকে শটস আর এল জি আর বুলেট চিরে ফেলে দেখেছিলেন। কত নম্বর শটে কত গুলি ছররা থাকে -- এক থেকে দশ নম্বর -- তারপর এল জি এস এস জি ইত্যাদি ইত্যাদি সব গুলি খুলে দেখেছিলেন। যে কোনও বিষয়েই জ্ঞান গভীর না হলে ভাল উকিল হওয়া যায় না।

আপনি বুঝি খুব ভাল উকিল ?

শেলি বলল।

আমি বললাম, আমার তো মোটে দুবছরের প্র্যাকটিস। তবে আই এনজয় মাই ওয়ার্ক। জব স্যাটিসফ্যাকশান না থাকলে সে কাজ ভাল করে করা যায় না। তাছাড়া, আমার সামনে আমার কাকা এবং আপনাদের বড় দাদুর দৃষ্টান্ত তো আছে।

এটা কী গাছ ?

মলি জিগগেস করল।

ডানহাতটা তুলে যখন গাছটার দিকে দেখাল তখন আমার মনে হল রানি মুখার্জিই বুঝি। ভাল লাগাতে মরে গেলাম।

বললাম, এর নাম বসন্তী। এই বসন্তেই এদের হলুদ ফুল ফোটে। ফুলে ফুলে ছেয়ে যায় নীচটা। আর কৃষ্ণচূড়া তো চেনেন। ওই দেখুন নীল কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া তো চেনেনই। ওই দিকে দেখুন অমলতাস। কালিদাসের মেঘদূত-এ এই গাছের কথা আছে।

তুই কি মেঘদূতও পড়েছিস নাকি ?

মিনুদি বলল।

না পড়িনি। লোকমুখে শুনেছি। তবে মেঘদূত না পড়লেও যক্ষের বিরহবেদনাটা বুঝি।

মিনুদি চুপ করে গেল। মলি ও শেলি চোখ চাওয়া চাওয়ি করল।

এই দিকে দেখুন, লালপাতিয়া বা পনটিয়ার ঝাড়। লালে লাল। আর এই যে ক্রোটনের বেড়। নানা রঙের ক্রোটন আছে। অর্কিডের খুব সখ রায়সাহেবের। ওই গ্রিন হাউসে এয়ার কন্ডিশনার লাগিয়ে লাভা লোলেগাঁও থেকে নানারকম অর্কিড আনিয়ে রেখেছেন। লাভা লোলেগাঁও-এর নাম লোকে অর্কিডের জন্যেই জানে কিন্তু সেখানের জোঁকও যে পৃথিবীর বিখ্যাত তা কম লোকই জানে। একটা জোঁক অর্কিডের সঙ্গে বাগডোগরা এয়ারপোর্ট থেকে কলকাতা এবং সেখান থেকে এয়ারকন্ডিশনড ফোর বার্থ কম্পার্টমেন্টে চড়ে রাঁচি এবং রাঁচি থেকে হাজারিবাগের The Retreat ফ্রি রাইড পেয়ে চলে এসেছিল। তার প্রথম ক্যাজুয়াল্টি হয় ওই ঘোতনবাবু। নকুলরাও ঘোতনবাবুকে দেখতে পারে না। তারা খুব আনন্দ পেয়েছিল ঘোতনের পেছনে জোঁক লেগে যাওয়ায়। ঘোতনই কলকাতা থেকে অর্কিডগুলো নিয়ে এসেছিলেন।

মলিরা খুবই এনজয় করল ব্যাপারটা মানে, ঘোতনের দুরবস্থার কথা জেনে।

ওটা কী গাছ ? শিউলি না ? গিরিডিতে মামাবাড়িতে একটা ছিল। কিন্তু ফুল কই ?

শেলি বলল।

শিউলির ফুল কি এখন ফোটে। শরতে ফোটে। তখন শিউলি ডাল ভরে থাকবে কমলরঙা বোঁটার সাদা ফুলে। আর ওই দেখো ওটা নাগকেশর, ওটা নাগচম্পা।

ওমা ! একটা দোলনাও আছে দেখছি।

শেলি উচ্ছ্বসিত হয়ে বলল।

হ্যাঁ। রায়সাহেবের নাতনিরা নাত-জামাইদের সঙ্গে দুলবেন বলে বানিয়ে রেখেছেন।

মলি বলল, আমরা নিজেরাই দুলতে পারি। নাত-জামাইদের কী দরকার।

শেলি বলল, এগুলোই কি পলাশ ?

হ্যাঁ, এগুলো পলাশ, ওদিকে তিন-চারটে শিমুল, আর ওই দিকে অশোক। আর দেখুন ওই গাছটার নাম অগ্নিশিখা। আসলে টিউলিপ। আফ্রিকান গাছ। রবীন্দ্রনাথ নাম দিয়েছিলেন আকাশমণি।

দাদু এখানে যখন থাকেন তখন এই বাগানে ঘোরেন ?

সময় পান কোথায় ? এখানে এলে তো উকিলেরা ছেঁকে ধরেন। ঈশ্বরের এই এক বিষম অবিচার। একদিক দিয়ে দিলে অন্যদিকে দিয়ে কেড়ে নেন। যাঁকে বৈভব দেন, ক্ষমতা দেন, অর্থ দেন বিপুল, যশ দেন তাঁকে একটুও সময় দেন না সেসব কোনও কিছু উপভোগ করার।

ওই বিরাট গাছটা কি, নীচে ছোট ছোট ফল পড়ে আছে। ও

গুলো তুলে তোমাদের দিতে বলছি মালিদের। এর নাম ফলসা।

মিনুদি বলল, রবীন্দ্রনাথের কবিতাতে পড়িসনি ?

কী ?

মলি জিজ্ঞেস করল।

ফলসাবরণ শাড়িটি চরণ ঘিরে। এই ফলসার যেমন রঙ তেমন হালকা বেগুনি রঙের শাড়ির কথাই উনি বলেছিলেন। ফলসা ফল খেতেও ভাল।

এবারে চলো গানগুলো একটু দেখে নিতে হবে।

মিনুদি বলল।

তারপর বলল। রন্টু তুই হিমাদ্রিবাবুর ছেলেকে ওর বাঁয়া তবলাটা নিয়ে আসতে বলবি কালকে। আর মিশ্রজিকে বলতে হবে এসরাজ নিয়ে আসতে।

তবলচি কেমন বাজায় ?

কাহারবা দাদরা বাজিয়ে দেয়। বাঁয়া দিয়ে খোলের কাজও সারে কিন্তু ওই এক রোগ ?

কী ?

লয় বাড়িয়ে দেয়। অন্তরাতে যে লয়, সঞ্চারী আবেগে অন্য হয়ে যায়।

এইরে !

মলি বলল, তাহলে তো মাঝপথে আমি গানই থামিয়ে দেব।

আজই গিয়ে খবর দিয়ে আসিস। শুক্রবার স্টেজ রিহার্সালে আর শনিবার অনুষ্ঠানের

জন্যেও বলে আসবি। ওঁদের সকলকেই ন্যায্য সম্মানী দেওয়া হবে।

গাড়িটা নিয়ে চলে যান না। তাড়াতাড়ি হবে। আর গাড়ির তো আমাদের দরকার নেই এখন।

ও বাবা। গরীবের ঘোড়ারোগের দরকার নেই। আমাকে এখানে এমন এয়ার কন্ডিশনড গাড়ি চড়তে কেউই দেখেনি। কোর্টে যাবার সময় কোনও কোনওদিন কাকার মারুতিতে যাই বটে তবে কালেভদ্রে। আমার সাইকেলই ভাল। ক্রিং ক্রিং শুনে ওরা জানালা দিয়ে বলবে কওন হ্যায় হো। টয়োটা কালিস-এর ফিনিক হর্ন শুনে ভাববে বাড়িতে পুলিশ এসেছে। ও আমি সাইকেল নিয়েই যাব।

আমার কথা শুনে ওরা সকলে হেসে উঠল। মিনুদিও।

মলি বলল, আপনার মতো চেহারাতে সাইকেল চড়া মানায় না।

আপনার শাহরুখ খান কি সাইকেল চড়া রোল করেনি কখনও।

তাকে তো চিনি না। চিনলে, বলতাম। আপনাকে চিনি বলেই বলতে পারলাম।

মলির চোখে-মুখে সবসময়ে একটা মিষ্টি দুষ্টু ভাব থাকে রানি মুখার্জির মতো। আমার জীবনে আমি এত দুর্বল কারও প্রতিই হইনি। ক্রমশই বেশি দুর্বল হয়ে পড়ছি। কপালে দুঃখ আছে। ঘুঁটেকুড়ানো ছেলের সঙ্গে রাজকুমারির প্রেম সিনেমাতে হয়। বাস্তবে হয় না। প্রেম হলেও হতে পারে কিন্তু সে প্রেম পরিণতি পায় না।

মলি শেলিরা আমার মতো সাধারণের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। তবু যতক্ষণ কাছে কাছে থাকতে পাই ততক্ষণই সুখ।

বাড়ির ভিতরে ঢুকে বসবার ঘরে ওরা গান নিয়ে বসল সকলে। মিনুদি বলল, মলি, তুই তোর প্রথম Soloটা আগে গা। মলি একবার আমার দিকে অপাঙ্গে চাইল। কেন চাইল বুঝলাম না। মলি ধরল একটুকু ছোঁওয়া লাগে একটুকু কথা শুনি,
তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী।
কিছু পলাশের নেশা, কিছু বা চাঁপায় মেশা
তাই নিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী ...

মিনুদি পরম নিষ্ঠুরের মতো বলল, তুই হাঁ করে কি শুনতে বসলি। তুই গিয়ে ওদের সব খবর দিয়ে আয়। অন্য কোনও জায়গাতে বায়না নিয়ে ফেললে তো আসতেই পারবেন না

ওঁরা। যা, দেরি করিস না।

আমি স্পষ্ট দেখলাম মলির মুখ কালো হয়ে গেল। একবার চাইল আমার দিকে চোখের কোণে।

আমি উঠে গেলাম। তারপর সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমেই মুঙ্গালাল-এর দোকানে গিয়ে কালি পিলি জর্দা দিয়ে এক জোড়া পান খেলাম। প্রথম দিনই ওরা বলেছিল, এ মা আপনি পান খান ? কী বাজে হ্যাবিট। সিগারেটও খান নাকি।

আমি তো আসলে খাই বিহার আর্মড পুলিশের ইউনিফর্মের রঙের বিড়ি। ওদের তো সে কথা বলা যায় না।

স্মোক করলে পাইপ খাবেন। একমাত্র রেসপেক্টেবল ব্যাপার। এরিনমোর বা গোলডব্লক টোব্যাকো খাবেন। আমার বাবা খান। ভারী সুন্দর গন্ধে ভরপুর থাকে বাবার ঘর। টোব্যাকোর টিনের উপরে লেখা আছে Smoking is injurious to health। উল্টোদিকে লেখা আছে Smoking Damages the health of those around you. কিন্তু বাবা বলেন এসব বাতিকগ্রস্ত আমেরিকানদের বাতিক আর তামাক চাষ করা গরীব দেশগুলোর ইকনমি নষ্ট করার বাহানা। এত মানুষ এতদিন ধরে খেয়ে আসছে। ক্যানসার যেন শুধু লাংগস আর জিভেই হয়, অন্যত্র হয় না। স্পেইন ও মেক্সিকোতে আশিভাগ মানুষে স্মোক করে। তারা কি মরে হেজে গেছে ? কিউবাতেও খায়। এ লোকগুলো শুধু দুটো জিনিস জানে, পয়সা আর স্বাস্থ্য। অত বেশিদিন বেঁচে নিজেদের ভোগ-বিলাস ছাড়া আর কোনও কর্মটি করে তারা বলত ? তাছাড়া কিছু মানুষ থাকে যাদের জীবন আর কাজ সমার্থক। সিনোনিমাস। কাজ না করে বেশিদিন বেঁচে থাকার কোনও মানেই হয় না।

আপনার বাবা কী করেন ?

এখন কিছু করেন না। প্রিম্যাচিওর রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন। হার্ভার্ড-এর Dean ছিলেন। দেশে ফেরার জন্যেই রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন। এখন পৃথিবীর নানা দেশে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে ঘুরে বেড়ান। বছরের মধ্যে সাত-আট মাস বাইরেই থাকেন। কিন্তু পুজো আর পয়লা বৈশাখের সময়ে দেশে থাকার খুবই চেষ্টা করেন। আমি বলেছিলাম, লাইক ফাদার লাইক ডটার।

জর্দার একটা বড় ঢোঁক গেলাতে বুকটা ধড়ফড় করে উঠল।

মঙ্গুলালকে বললাম ঔর দো পান লাগাও মুঙ্গালাল। তারপর হান্টার মার্কা বিড়িও কিনলাম

দু প্যাকেট। আমি যা, আমি তা। আমি বামন, এই বিরাট দেশের আমজনতার একজন। আমি তো মলির বাবা নই, রাঁচির ধীরু রায়ও নই। আমি মরে গেলেই বা কি। দু চারজন ইয়ার দোস্ত আর দু-চারজন মক্কেলের একটু দুঃখ হবে। এই যা।

মিনুদি একটা গান গায় প্রায়ই। 'আমি কেবলি স্বপন করেছি বপন বাতাসে, দিন শেষে দেখি ছাই হল সব হুতাশে হুতাশে'। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রেকর্ডও আছে এই গানটির। আমার দিনশেষের দরকার নেই। আমি স্বপ্ন চাই না নইলে একে বাড়তে দিলে দুঃখই বাড়বে।

ওরা গাড়িতে, কোডারমা যাতায়াতের পথে অনেক বসন্তের গান গাইছিল। এয়ারকন্ডিশনড গাড়িতে গান গাইতে খুব মজা। গানগুলো একবার শুনেছি কিন্তু কখনও পুরোনো হয় না। রবীন্দ্রনাথের গানের এই যাদু। 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে', 'ফল ফলাবার আশা আমি মনে রাখিনি', 'ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় আমি করেছি যে দান', 'তুমি কিছু দিয়ে যাও মোর প্রাণে, গোপনে'। মিনুদি একটা গান খুব ভাল গায়। গানটা খুব কঠিনও। মিনুদি ঋতু গুহর কাছ থেকে গানটা শিখে এসেছিল কলকাতা থেকেই, 'বাসন্তী হে ভুবনমোহিনী'। গানটা, শুনেছি, দক্ষিণ ভারতীয় রাগ শিংহেন্দ্রমধ্যমে বাঁধা। গানটির ছন্দ ও লয়ে খুবই বৈচিত্র আছে।

পান খেয়ে, একটা হান্টার মার্কা বিড়ি ধরিয়ে সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলাম আমি।

বিকেলে বেলা থাকতে থাকতে বেরিয়ে রাজডেরোয়াতে রাজার বাঘ ধরার ট্র্যাপ দেখালাম ওঁদের। ভারি উত্তেজিত। প্রকাণ্ড একটা কুঁয়ো খোঁড়া। তার মধ্যে পড়ে গিয়ে উঠবার কোনও উপায় ছিল না। মোষ বা গরু বেঁধে রেখে কুয়োর উপরটা টাটকা কাটা পাতাশুদ্ধ হালকা ডাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। আর বাঘ মোষ বা গরু ধরার জন্যে এগোতে গেলেই সেই হালকা ডালের উপরে উঠত এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই হালকা ডাল বাঘের ভার সইতে না পেরে ভেঙে যেত এবং বাঘও সঙ্গে সঙ্গে পপাতধরণীতলে। দিন তিনচার খাদ্য ও জল না পেয়ে এবং ক্রমাগত লাফিয়ে লাফিয়ে বাঘ যখন নিস্তেজ হয়ে যেত তখন সিমেন্টের তৈরি যে একটা সুড়ঙ্গ কুড়ি ডিগ্রিতে এসে বাঘের সিমেন্ট বাঁধানো কুয়োতে মিলেছিল সেই সুড়ঙ্গের মুখে একটি মোটা মোটা লোহার গরাদ দেওয়া খাঁচা বসানো হত। তার তিনদিক বন্ধ। খোলা দিকটি থাকত সুড়ঙ্গর দিকে। সেই খাঁচার মধ্যে একটি পাঁঠা বা বাছুর দেওয়া থাকত। ক্ষুধার্ত বাঘ যখন কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ওই সুড়ঙ্গ দিয়ে উঠে এসে খাঁচাতে ঢুকে পড়ত তখন খাঁচার মুখটি ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হত।

বাঘ বন্দী হলে সেই বাঘ বিক্রি কর হত। নয় অন্য রাজা মহারাজা বড়লোকেরা কিনতেন, অনেক সময়ে চিড়িয়াখানারাও কিনত।

কয়েকটি নীল গাই, শম্বর, একটি শিয়াল, একটি ভালুক এবং একটি চিতা দেখতে পেল ওরা।

মিনুদি বলল, দূর তোদের এই পার্কে কোনওদিনও বাঘ দেখিনি গত পঞ্চাশ বছরে।

পঞ্চাশ বছরে দেখেছ কিনা বলতে পারব না। আমি তো মাত্র দুবছর হলই তোমাদের রাজ্যে এসেছি। আসার পর থেকে বার পাঁচেক এসেও আমি দেখিনি। আমি চিতাও দেখিনি, এই প্রথম। তোমার লাকে।

আমার লাক নয়, বল বুড়ি ও খুকুর লাকে।

তাহলে আমরা লাকি বলতে হবে।

ফুটফুটে জ্যোৎস্নাতে আমরা পাঁচ নম্বর টাওয়ারে উঠে বনের রূপ উপভোগ করলাম। মানে, ওঁরা করলেন। আমি সকলকেই গরম জামা আনতে বলেছিলাম। জঙ্গলের মধ্যে রাতের বেলা মার্চ মাসেও দারুণ ঠান্ডা। যেখানে ছোট একটা লেক আছে তার পাশের ক্যাফিটারিয়াতে থেকে কফি খাওয়া হল।

পূর্ণিমার আর ঠিক তিনদিন বাকি। সুব্রতদা দুদিন এসেছিলেন। পুরোদমে রিহার্সাল চলছে। যন্ত্রীরাও সব আসছেন দুদিন হল। অনুষ্ঠান মনে হচ্ছে খুব ভালই হবে। অমলবাবুর সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ কম্পাউন্ডে দেখা হল। উনি আসবেন। স্টেট ব্যাংকের রবীনবাবুও উৎসাহে টগবগ করে ফুটছেন, রবীন ভট্টাচার্য।

এখন রাত আটটা ভিতরে রিহার্সাল চলছে। আমি বাগানে দোলনাতে বসে আছি। আসলে এসেছি বিড়ি খেতে। বাগানটা আট বিঘার। বিভিন্ন লেভেল-এ। নীচের লেভেল-এ একটা ছোট পুকুর মতো আছে। পুকুর ঠিক নয়, Pond বলা ভাল। সেখানে কলকাতার গার্ডেন প্ল্যানার এসে জ্যাপানিজ গার্ডেন সেট-আপ করে গেছেন এ বাড়িটি রায়সাহেব কেনার পর পরই। গার্ডেন প্ল্যানারের লোক প্রতি দু'মাসে একবার করে আসেন কলকাতা থেকে। দুদিন থেকে যান।

বসে বসে মলির কথা ভাবছি, বামন ভাবছে চাঁদের কথা। এমন সময়ে হঠাৎ পেছন থেকে শোনা গেল, এখানে কী হচ্ছে ? কবিত্ব ?

আমার রানি মুখার্জি এসে গেছে।

পরক্ষণেই বলল, কী বোঁটকা গন্ধ একটা। বাঘ ঢুকলো নাকি বাগানে ?

আমি বললাম, বাঘ তো রাজডেরোয়া ঢুঁড়েও দেখা গেল না। গন্ধ-গোকুল হবে।

নাঃ। গন্ধ গোকুলের গন্ধ আমি জানি। গিরিডিতে মামা বাড়ির বাগানে ছিল। আতপ চাল আতপ চাল গন্ধ।

তাহলে হয়তো অন্য কোনও জানোয়ার। জানেন তো সুব্রত চ্যাটার্জি বলে এক ভদ্রলোক, ইন্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস-এর অফিসার ছিলেন, ফ্যাক্টরীর কম্পাউন্ডের মধ্যেই একটি বাঘ মেরেছিলেন। টাইগার। অত উঁচু দেওয়াল, তাও আবার তার উপরে কাঁটাতারের বেড়া, বাঘ যে কী করে ঢুকেছিল তাই এক রহস্য। কোনও ব্যর্থ প্রেমিক বা আত্মহত্যাকারী বাঘ হবে।

আপনার পাশে একটু বসব, দোলনাতে ?

বলেন কি ? এতো আমার পরম সৌভাগ্য। যেখানে নাতজামাইয়ের বসার কথা সেখানে এক উটকো প্রলেতারিয়েত বসে আছে আর আপনি বসবেন তারই পাশে ? বসুন। বসুন। বলে, আমি উঠে দাঁড়িয়ে দোলনাটা পকেট থেকে রুমাল বের করে একটু পুঁছে দিলাম।

রুমালটাকে নষ্ট করলেন।

এর চেয়ে ভাল কাজে রুমাল কি আর লাগতে পারত ?

মলি বসল। বসে বলল, দোল দেবেন ?

আপনি বললে জানও দিতে পারি ম্যাডাম আর সামান্য দোল দেবার কথা কি ?

সেই কবে শেষ দোলনাতে চড়েছিলাম। স্কুলে পড়ার সময়ে।

তখনও কি আপনি এমন রানি মুখার্জির মতোই দেখতে ছিলেন ?

জানি না। বাজে কথা বলেন ভীষণ আপনি।

আমিই যেন প্রথমে একথা বললাম !

মলি চুপ করে রইল।

বললাম, মেয়েরাও ফুলের মতো। যখন কুঁড়ি থাকে তখন একরকম, অন্যরকম তাদের চেহারা, গলার স্বর। তারপর কুঁড়ি যেমন পাপড়ি মেলতে মেলতে একদিন ফুল হয়ে ওঠে

মেয়েরাও তেমন করে বড় হয়ে ওঠে। গলার স্বর ভেঙে কোকিলের স্বর হয়।

উঃ। আপনি পারেনও বটে। ফৌজদারি উকিলের এত কবিত্ব অসহ্য। কিন্তু কথাটা আপনি ভালই বলেন।

কথা না ভাল বলতে পারলে কি উকিল হওয়া যায়? তাছাড়া, ওকালতি একটা পেশামাত্র। কতরকম পেশা থাকে মানুষের। সেটা একটা নির্মোক, মলাট। তার ভিতরে যে মানুষটা থাকে তার সঙ্গে তো কবি বা চিত্রী বা অধ্যাপকের কোনও অমিল নেই। শামলা এঁটে 'ইওর অনার' বলে নিজেকে দীনাতিদীন করি বলে কি আমি মানুষটাও দীনাতিদীন। আমার নিজস্বতায় আমি মহারাজ।

সত্যিই ভারী সুন্দর কথা বলেন আপনি।

জানি না। তবে আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আর তেমন পেলাম কই?

পেলে কী বলতেন?

তা তো ঠিক করে রাখিনি। তবে কথা অনর্গল বলতাম, আগল খোলা উশ্রী নদীর মতো। আর সেই কথার স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতাম।

অ্যাই। অত জোরে দোল দেবেন না। পড়ে গিয়ে দাঁত ভাঙলে বড় দাদু দেবে আপনাকে।

উত্তর না দিয়ে বললাম, আপনার কাছে আমি দুটি জিনিস চাইব। দেবেন?

অসাধ্য না হলে অবশ্যই দেব। উ আর সাচ আ প্লেজেন্ট পার্সন। বলুন কি চাই? আমার অদেয় কিছু চাইবেন না কিন্তু।

না। আমি অবুঝ নই। তা চাইব না।

প্রথমটা হচ্ছে একটা গান।

গান তো কতই গাইছি।

সে তো সকলকে শোনাবার জন্যে গাইছেন। শুধুমাত্র আমার জন্যেই একটা গান গাইতে হবে যে গান অন্য কেউই শুনতে পাবে না। এবং গাইতে হবে এখনই।

ওরে বাবা। গান গেয়ে গেয়ে গলা ব্যথা হয়ে গেল বলেই তো কোরাসের সময়ে পালিয়ে

এলুম একটু চাঁদের আলো দেখব বলে। এসে কী বিপদেই না পড়লুম।

প্লিজ। অন্য কেউ এসে পড়তে পারে। তাহলে আর গানটা আমার একার থাকবে না। এমন একটা গান করুন যে গান চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আপনি রাতের বেলা গুনগুনিয়ে গান।

তেমন আঁচড়াবার মতো চুল আবার আমার আছে নাকি ? কবেই তো কেটে ছোট করে দিয়েছি।

খুবই অন্যায় করেছেন। আপনার মতো সুন্দরীর বেশ কোমর ছাপানো সুগন্ধি চুল থাকবে, তবে না মানাবে।

আপনি বিয়ে যখন করবেন তখন কোনও কেশবরণ কন্যাকে বিয়ে করবেন।

তারপর বলল, বিয়ে করবেন না আপনি। পায়ে তো দাঁড়িয়েই গেছেন।

বিয়ে করার মতো সহজ কাজ এদেশে আর তো কিছুই নেই। কিন্তু পায়ে আমি দাঁড়াইনি। আপনার বড় দাদুও ওকালতি করেন আর আমিও করি অথচ কত তফাত। জীবনে হবার মতো কিছু না হয়ে ওঠবার আগে বিয়ের কথা ভাবতেই পারি না। তাছাড়া, করলেই তো সব ফুরিয়ে গেল। সব স্বপ্ন, সব কল্পনা।

এটা খুব দামি কথা বলেছেন।

চুল যদি নাই আঁচড়ান তবে আপনি চান করতে করতে চানঘরে যে গান গান সেইটি গান, অথবা বৃষ্টিঝরা নিশুতি রাতে ফুলের গন্ধের মধ্যে।

উঃ। পারি না আপনাকে নিয়ে। এ যুগে এমন রোম্যান্টিসজ্‌ম দেখা তো যায় না, কল্পনাও করা যায় না।

এবারে গানটা। প্লিজ !

চাঁপা গাছে অজস্র চাঁপা ফুটেছিল। পেছন দিকে দুটো মহুয়াও ছিল। গন্ধে পৃথিবী একেবারে বুঁদ। আর কী আলো সুনীল আকাশের চাঁদের। মলি হঠাৎই ধরে দিল। গানটা গাইল নিচু গলাতে।

‘গোলাপ ফুল ফুটিয়ে আছে মধুপ হোথা যাসনে
ফুলের মধু লুটিতে গিয়ে কাঁটার ঘা খাসনে’

গানটা শেষ হলে আমি বললাম, চমৎকার। তবে গানটা দ্ব্যর্থক।

দ্ব্যর্থক মানে ?

মানে যার দুটো মানে।

মানে ?

মানে, একটা রবিঠাকুর যা ভেবে লিখেছিলেন সেটা আর অন্যটা আমাকে Chastise করার জন্যে। আপনার ভয় নেই কোনও। এই ভ্রমর এত বড় ইডিয়ট নয় যে গোলাপের দিকে যাবে। সে তার অধিকার এবং যোগ্যতা সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন।

আপনি বড় ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভোগেন। আমি তো আপনার মতো হ্যান্ডসাম স্মার্ট, ওয়েল-মিনিং পুরুষ বেশি দেখিনি। কিন্তু এখন একটু চুপ করুন।

কী পরিবেশ। আমার যেন স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে।

স্বপ্নের মতো ?

হ্যাঁ।

আমারও।

জন ভান পড়েছেন আপনি ?

মলি বলল।

না। তবে ‘শেষের কবিতা’তে ভান-এর একটি উদ্ধৃতি আছে সেটি পড়েছি। আপনি পড়েছেন ?

আমি কলেজে ভর্তি হবার পরে আমার বাবা আমাকে জন ভান-এর কবিতার একটি লেদারবাউন্ড এডিশন দিয়েছিলেন।

মেয়েকে জন ভান উপহার দেওয়া বাবাদের আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। কী দুর্দৈবই হল।

আপনার মনে আছে উদ্ধৃতি।

আছে।

বলুন তো ?

Please hold your toungue and let me love।

রাইট। বাঃ, আপনি তো সুন্দর আবৃত্তি করেন।

করলে কী হয়, গান তো গাইতে পারি না।

আপনি আমাদের শনিবারের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ বা জীবনানন্দর একটি কবিতা তো আবৃত্তি করবেন ?

মাথা খারাপ। কাকা আসবেন। ভাইপোর এরকম অধঃপতন দেখালে কাকার হার্ট অ্যাটাক হবে। হাজারিবাগের ফৌজদারি উকিল জীবনানন্দ আবৃত্তি করছে এত বড় সর্বনাশ কাকা বরদাস্ত করতে পারবেন না।

মলি হেসে উঠল। বলল, উনি কি খুবই বেরসিক ?

তা বলব না। বলব প্র্যাকটিকাল। যা কিছুই পেশার কাজে না আসে তাই ওঁর কাছে বাহুল্য।

উ হ্যাভ আ ব্যারিটোন ভয়েস।

থ্যাঙ্ক উ ম্যাডাম। যখন তাঁরা স্বর্ণরথে করে নগর পরিক্রমাতে বেরোন তখন পথ পাশের কত কিছু, কত মানুষকেই ভাল লাগে কিন্তু রাজকুমারীরা পথের মানুষদের কেউ নন। কেউ হন না। তাদের জন্যে প্রিন্স-চার্মিংরা অন্য রথে করে প্রাসাদে ঢোকেন। প্রিন্স চার্মিংদের মার্সিডিজ, লেক্সাস, বা বি এম ডাব্লু গাড়ি থাকে, সাইকেলে ঘন্টি বাজাতে বাজাতে তারা যায় না।

যে গানটা গাইলাম সেটার আপনি এমন একটা খারাপ মানে করলেন যে আপনাকে আরেকটা গান শোনাচ্ছি।

ওঃ আমার কী সৌভাগ্য।

আপনি এবার পাশে এসে বসুন। নইলে, কেউ দেখলে ভাববে ভদ্রলোকের ছেলে, এত বড় উকিলকে দিয়ে আমি নকুলের কাজ করাচ্ছি।

বেশ ! বসলাম পাশে। যথা আজ্ঞা।

আমি বললাম।

এ গানটি কিন্তু শুধু আপনারই জন্যে। সত্যি !

আমি এক ঘোরের মধ্যে বললাম, গান। সত্যিই ঘোর লেগেছিল আমার। ওই রাত, ওই চাঁদ, এ ফুলের গন্ধ আর ওই নারী।

মলি গাইল।

‘সে কি ভাবে গোপন রবে লুকিয়ে হৃদয় কাড়া।
তাহার আসা হাওয়ায় ঢাকা, সে যে সৃষ্টিছাড়া।।
হিয়ায় হিয়ায় জাগল বাণী, পাতায় পাতায় কানাকানি --
‘ওই এল যে’ ‘ওই এল যে’ পরাণ দিল সাড়া।।

এই তো আমার আপনারই এই ফুল ফোটানোর মাঝে তারে দেখি নয়ন ভরে নানা রঙের সাজে।। এই পাখির গানে গানে চরণধ্বনি বয়ে আনে বিশ্ববীণার তারে তারে এই তো দিল নাড়া।।

সে কি ভাবে গোপন রবে ...’

গান শেষ হলে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম, জানেন তো কারোকে কিছু সদ্‌কা করে ছেড়ে দিলে তা আর ফেরত হয় না।

সদ্‌কা করে মানে ? কথাটার মানে বুঝলাম না।

কারোকে কোনও জিনিস দিয়ে ফেরত নিলে কালীঘাটের কুকুর হয় তা জানেন তো ?

মলি হেসে বলল, হ্যাঁ। ঠাকুমা বলতেন বটে।

এই গান আপনি কিন্তু আমাকে দিয়ে দিলেন।

গান তো রবীন্দ্রনাথের। তাঁর গান আমি দেব কী করে। তবে আমার গলাতে এ গান আর গাইব না এ প্রতিশ্রুতি দিলাম। আজকের এই গন্ধবিধুর, রাতে স্মৃতি হিসেবে এ গান রেখে দেব আমি। আপনি কখনও যদি দূর ভবিষ্যতে শুনতে চান তবে শুধু আপনাকেই শোনাবো।

এত মহামূল্য দান। এ দান রাখি এমন আলমারি তো আমার নেই। হাতের শিরা কেটে আমার রক্তের মধ্যে এ গানকে রেখে দেব আমি।

তারপর যখন রক্তপাতে মারা যাবেন তখন ?

আপনি আমার হাতে একটি চুমু খেয়ে দিলেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

উঃ পারেনও আপনি। জানি না। কেন যে বাঙালি ছেলেরা চুমুর ব্যাপারে হাতের উপরে ওঠার সাহস রাখে না।

কথা ঘুরিয়ে আমি বললাম, আপনি কি জানেন যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের এই হাজারিবাগকে একটি অসাধারণ সার্টিফিকেট দিয়ে গেছিলেন।

না তো। সেটা কী ?

এমন সময়ে শেলিকে আসতে দেখা গেল।

শেলি বলল, তুই এখানে ! আর আমরা তো প্রায় কোতোয়ালিতে খবর দিচ্ছিলাম। মিনুদি চলে গেলেন। সুব্রতদা তো চলে গেলেন বেশ অনেকক্ষণ হল।

সুব্রতদা আগে গেলেন কেন ?

কেন ? সরমা মাসি এখনও সুস্থ হননি ?

তিনি তো সুস্থ হয়ে গেছেন। আমি বললাম।

না, সুরমা মাসি নন। সুব্রতদার বাবারই শরীরটা নাকি হঠাৎ খারাপ হয়েছে।

আস্তে গাড়ি চালিয়ে যেতে বলেছিস তো ? এমন গাড়ি চালান যেন ফর্মুলা কার চালাচ্ছেন। ভয় করে আমার।

মলি বলল।

বললেও কে শুনছে সে কথা। বলেই বলল, তা তোরা দুজনে এখানে কী করছিলি ?

দেখতেই তো পারছিস। দোলনা দুলছিলাম।

আমি শেলিকে দেখেই দোলনা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম।

মলি বলল, আমাকে দোলা দিচ্ছিলেন রন্টু।

তোকে একা দোল দেবেন কেন ? আমি বুঝি কেউ নই ?

আপনিও বসুন, দুজনেই বসুন, দোল দিচ্ছি।

তা কেন ? আপনাকেও বসতে হবে। তারপর তিনজনে পায়ে ধাক্কা দিয়ে দোল খাব।

আমি বললাম, রিহার্সাল এখন শেষ। কাজের লোকেরা যে কেউ এসে পড়তে পারে। এমন কী ঘোতনবাবুও এসে পড়তে পারেন। তাঁরা যদি আমাকে কৃষ্ণলীলায় মত্ত দেখেন আপনার বড় দাদু আমার আর রক্ষা রাখবেন না।

আবার ঘোতনবাবু ?

বলা যায় না। ক্রসিঙের ফিস তো নিয়ে যাননি।

লোক দিয়ে টাকা ওঁর কাছে কাল সকালেই পাঠিয়ে দিন। ও লোকটার মুখ দেখতে চাই না আমরা।

আহা ! দোষটা কী বেচারির ? ঘটনা তো একটা দুর্ঘটনা।

লোকটার চেহারাটাই আমার পছন্দ হয়নি।

মলি বলল।

আপনি তো আর বিয়ে করছেন না তাকে।

বাজে কথা বললে রেগে যাব।

রাগলে আপনাকে খুব সুন্দর দেখি আমি।

তারপরই বললাম, এবার আপনাদের দুজনের কাছেই আমার একটা ভিক্ষা আছে।

শেলি বলল, কী ? গান ? গান আর গাইতে পারব না। তিনঘন্টা রিহার্সাল দিয়েছি।

না গান নয়। বলছি।

তাড়াতাড়ি বলুন। আমি গিয়ে চান করব।

আমিও। মলি বলল।

চান করে, চেঞ্জ করে বাগানে এসে বসব।

তারপর আমার দিকে ফিরে বললে, আচ্ছা, মুনলাইট পিকনিক করলে কেমন হয় ?

খুবই ভাল হয়। আমি ওদের বলে দিচ্ছি।

আপনারা চান করতে করতে বাগানে টেবল লাগিয়ে টেবল ক্লথ পেতে দেবে।

কোনও আলো থাকলে চলবে না কিন্তু।

না, কোনও আলো থাকবে না, নট ইভিন ক্যান্ডল লাইট।

ফাইন। আপনিও চান করে আসুন।

কেন ? আমার গা দিয়ে কি দুর্গন্ধ বেরোচ্ছে ?

শেলি হেসে বলল, পুরুষের গায়ের গন্ধ সম্বন্ধে আমরা ওয়াকিবহাল নই। তবে আপনার গায়ে বেশ পুরুষালি গন্ধ। আরও কি একটা গন্ধ যেন পাই।

খসস্ আতরের গন্ধ। গরমে আমি খসস্ ব্যবহার করি, শীতে অম্বর।

বাঃ আতর কখনও ব্যবহার করিনি। নিয়ে যাবেন কাল ? দোকানে ?

হ্যাঁ। কাল সকালে এগারোটা নাগাদ নিয়ে যাব বড়া মসজিদের কাছে মুনাব্বর আলির দোকান আছে।

যাই হোক আপনিও চানটা করে নিন। আজ রাতে আপনাকে ছাড়া হচ্ছে না। এত বড় বাড়িতে আমাদের ভয় করে।

শেলি বলল।

যথা আজ্ঞা। এবারে আমার ভিক্ষার কথাটা কি শুনবেন একবার ?

বলুন।

ঘোতনবাবুর হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে আপনার বড় দাদুকে আমিই ফোন করেছিলাম, আমার একটা উপকার করার জন্যে আপনাদের একবার বড় দাদুকে ফোন করতে হবে।

কী ব্যাপার সেটা আগে শুনি।

আপনারা বোকা কেউই নন। সুব্রতদা আর মিনুদি দুজনকেই যে দুজনে ভীষণ পছন্দ করেন তা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন।

সে কি আজ থেকে ? কলকাতাতে তো আমরা ধরেই নিয়েছিলাম যে ওঁদের বিয়ে হচ্ছে। আইডিয়াল ম্যাচ সব দিক দিয়ে, চেহারা, গান, রুচি, মানসিকতা। কিন্তু এতদিনও যে বিয়েটা হয়নি দেখে আমরাও অবাক হচ্ছি। শেলির সঙ্গে আমি আলোচনাও করেছি এ নিয়ে।

তবে তো মিটেই গেল। বিয়েটা হচ্ছে না কাকার জন্যে।

কেন ?

সগোত্র, একই পদবী, দুজনেই সামন্ত সে জন্যে।

সে কি ? আজকালকার দিনে হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের বিয়ে হচ্ছে।

কাকা অনড়। এদিকে, সুব্রতদার কথা বলতে পারব না কিন্তু মিনুদির অবস্থা শোচনীয়। চোখের সামন তার কষ্ট আমি দেখতে পারি না প্রতিদিন। আপনারা এলেন বলে কতদিন পরে যে মিনুদির মুখে হাসি দেখলাম, গান শুনলাম, উচ্ছল দেখলাম মিনুদিকে, তা বলার নয়। অবশ্য একটা বাড়তি কারণ সুব্রতদার সঙ্গে পরপর কদিন দেখা হওয়াও।

তারপর বললাম, শুনেছি সুব্রতদার বাবাও নাকি তাঁকে বিয়ে করার জন্যে পিড়াপিড়ি করছেন। স্ত্রী-হীন বাড়িতে বৌমা আনতে চাওয়া তো দোষের নয়। সুব্রতদার মতো পাত্রর তো কন্যার অভাব হওয়ারও কথা নয়।

সব তো বুঝলাম। এখন আমাদের কী করতে হবে বলুন ?

ওরা দুজনেই প্রায় একই সঙ্গে বলল।

আমার কাকা মাত্র একজনকে জানেন, তিনি হচ্ছেন আপনাদের বড় দাদু। তিনি যদি এ ব্যাপারে কাকাকে বলেন তবে কাকা মনে হয় রাজি হয়ে যাবেন। রায়সাহেবই কাকার ফিলসফার, গাইড, সব কিছু। উনি যদি বলেন আজকালকার যুগে এটা অন্যায়, এটা তার মেয়ের উপর অত্যাচার, তাছাড়া ছেলে যখন সবদিক দিয়ে বরণীয় ...

বুঝলাম। তা আজই কি ফোন করব ?

না, না। আজ করলে কম্প্লিকেশন হবে।

তাহলে বড় দাদু শনিবার আমাদের ফাংশন দেখতে এলে কি বলব ? সেখানে আপনার কাকা, মানে মিনুদির বাবাও তো থাকবেন।

না, না। তাহলেও কেলো হবে। কাকা বুঝতে পারবেন এ আমারই চক্রান্ত। তবে ?

ঠিক আছে। ফোনটা করবেন রবিবার সকালে।

তাড়াহুড়োতে হবে না। আমরা তো রাঁচি চলে যাব রবিবার সকালে ব্রেকফাস্টের পরেই। তারপর সেখান থেকে রাতে কলকাতা।

তাহলে ?

আমি বলছি বড় দাদুকে শনিবার সকালে ফোন করব। হাইকোর্টও বন্ধ আছে। আসবার আগেই জেনে গেলে উনি কায়দামতো আপনার কাকাবাবুকে মত করাবেন। বড় দাদুর পক্ষে অসাধ্য কিছুই নেই।

নাম্বার জানেন তো ?

আরে নাম্বার তো মিশিরজি অপারেটর লাগিয়ে দেবেন। আমি তাহলে শনিবার ফোনটা এসে গেলেই তারপরই এখানে আসব। শনিবার তো আমার অনেকই কাজ। স্টেজ সাজাতে হবে, লাইট, মাইক।

তা ঠিক।

তবে এই কথা রইল। আমার কালাপাহাড় কাকাবাবুর হাত থেকে মিনুদিকে বাঁচান। কাকা মিনুদির সঙ্গে একটা কথাও বলেন না।

তাই ?

হ্যাঁ।

Man proposes God disposes.

সব কেঁচে গেল। আজ শুক্রবার। আজ সকালেই সুব্রতদার বাবা হার্ট অ্যাটাকে মারা গেলেন। অল্প জ্বর এবং বুকে একটু চাপ বোধ করেছিলেন, তবে ডাক্তারের নির্দেশেই সুব্রতদা সেদিন তাড়াতাড়ি চলে গেছিলেন।

কোনওরকম নেশা ছিল না। বয়স মাত্র পঁয়ষট্টি। আমার কাকা মুঠো মুঠো কালা-পিলা জর্দা দিয়ে দিনে গোটা কুড়ি পান খান। রায়সাহেব নিয়মিত প্রতি রাতে তার পাঁচটি হুইস্কি খান চেম্বার করতে করতে -- জুনিয়রদেরও দেন, মক্কেলদেরও দেন। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের জুবিলি স্টোর থেকে স্কচের পেটি আসে। ছুটির দিনে দুপুরে ভদকাও খান দু-তিনটে। বয়স প্রায় সত্তর হল। তার উপরে হাবানা সিগার খান গোটা চারেক দিনে। দিব্যি আছেন।

সংসারে কিছু মানুষ থাকেন যাঁদের দেখে মনে হয় এঁরা কোনওদিনও মরবেন না। মরতে হয় অন্য মানুষে মরবে। তাঁরা আনন্দ করে, হই হই করে, দশজনের উপকার করে, হাজারজন গরীবকে দেখে, দশ হাজার জন মানুষকে ভালবেসে অনন্তকাল বাঁচবেন। সুব্রতদার বাবাকে দেখে আমার তেমনই মনে হয়েছিল। সেদিন মলি, শেলি, মিনুদি, সুব্রতদা সকলের সঙ্গে গানও গাইলেন, 'পুরনো সেই দিনের কথা সেই কী ভোলা যায়'। একটি নিধুবাবুর টপ্পা শোনালেন 'মরমে মরম যাতনা ভালবাসার অযতনে'।

সেই মানুষই হঠাৎ চলে গেলেন।

অবশ্য চলেই যদি যেতে হয় তবে হঠাৎ যাওয়াই ভাল। আসতে বড় দীর্ঘদিন সময় লাগে এই পৃথিবীতে। যাওয়ার প্রক্রিয়া যত সংক্ষিপ্ত হয় ততই বোধহয় মঙ্গল, সে যায় তার পক্ষে। যাঁদের রেখে যান তাঁদের প্রস্তুতির সময় থাকে না, এইটেই দু:খের।

সুব্রতদার বাবার এই হঠাৎ মৃত্যুতে বসন্তোৎসবের অনুষ্ঠান বাতিল করা হল। আমাদের সকলেরই ইচ্ছাতে। তাছাড়া পুরুষ কন্ঠ বলতে তো সুব্রতদাই একা ছিলেন।

আমারা সকলেই গেছিলাম কোডারমাতে খবর পেয়ে। মিনুদিকে দেখে সুব্রতদা আবেগ সামলাতে পারেননি। কেঁদে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, বাবা অনেক দু:খ নিয়ে গেলেন মিনু। আমি শ্মশানেও গেছিলাম। কাজ এগারোদিন পর। ওরা তো ফিরে যাবে। আমি যাব। মিনুদিকেও নিয়ে যাব -- প্রয়োজনে কাকাকে অমান্য করে।

মলিদের আর কোথাওই বিশেষ যাওয়া হল না। পিকনিক টিকনিক করারও মুড ছিল না। বাগানেই সকাল বিকেল রাত কাটাত ওরা। আমি ওদের ছাড়োয়া ড্যাম, হারহাত বাংলো, যার নীচ দিয়ে হারহাত নদী বয়ে যাচ্ছে -- এসব দেখিয়ে এনেছিলাম। নিয়ে গেছিলাম বগোদরের পথে টাটিঝারিয়া আর অন্যদিকে টুটিলাওয়া ও সীমারিয়া। মলি বলছিল, 'জঙ্গল মহল' নামের একটি বই পড়েছিল ছেলেবেলায়, বুদ্ধদেব গুহর লেখা, তার উৎসর্গটা ছিল এইরকম :

'টি টি পাখি গেরুয়া মাটি কুসমভার নিমগাছটি টুটিলাওয়ার চাঁদ, টাটিঝারিয়ার চা এবং

হাজারীবাগের গোপাল সেনকে।'

ওদের গোপাল সেনের বাড়ি (ভাল নাম মিহির সেন) গয়ারোডের 'পূর্বাচল'ও দেখিয়ে এনেছিলাম। উনি নেই। বাড়ির আগের শ্রী আর নেই। স্থানীয় মানুষেরা বলেন। শিকারী বুদ্ধদেব গুহ নাকি অনেক বছর ধরে প্রতি বছর তাঁর এই বন্ধুর বাড়িতে আসতেন যৌবনে। তাঁর অনেক লেখাতেই এই বাড়িটির উল্লেখ আছে।

মলি শেলি, মালিকে বলে 'পূর্বাচল' বাড়ির ভিতরের বাগানে ঢুকে দেখল। মলি ওঁর লেখাতে পড়েছে এ বাড়িতে গোপালবাবু জাপান থেকে ঘুরে এসে একটি জ্যাপানিজ গার্ডেন করেছিলেন।

বুদ্ধদেব গুহর বই আমি বিশেষ পড়িনি তবে 'ঋভু' আর 'বনজ্যোৎস্নায় সবুজ অন্ধকারে' পড়েছি। অটোবায়োগ্রাফিকাল লেখা। হাইলি ইন্টারেস্টিং। 'কবিরে পাবে না তার জীবনচরিতে' কথাটা সত্যি নয়। একজন লেখক, গায়ক, চিত্রী বা যে কোনও উল্লেখযোগ্য মানুষকে জানতে তাঁর জীবনী পড়াটা অবশ্যই দরকার। তবে সেই জীবনী মিথ্যাচার যদি না হয়। জীবনী লিখতে বসেও যে সব তথাকথিত বড় মানুষে ভণ্ডামি করে, মিথ্যার বেসাতি করেন, তাদের বড়মানুষ বলে মানতে রাজি নই আমি। তাঁরা বাফুনস।

দেখতে দেখতে দিন শেষ হয়ে গেল। আজ শনিবার। পূর্ব নির্ধারিত সময়ে অর্থাৎ সকাল নটাতে বড় দাদু ফোন করবেন কাকাকে। আমি আমার চেম্বারে চোরের মতো প্যারালাল রিসিভার তুলে বসে আছি। সাহেব মানুষ। কাঁটায় কাঁটায় নটাতে ফোনটা এল। কাকা একটি রেপ কেস-এর আসামীকে নিয়ে বসেছিলেন। লোকটাকে তার প্রতিদ্বন্দী ব্যবসাদার ফাঁসিয়েছে, পুলিশকে পয়সা খাইয়ে, মিথ্যা কেস-এ।

ফোনটা তুলতেই, রায়সাহেব বললেন, কে ? সামন্ত ?

হ্যাঁ। স্যার। আপনি ? এই সকাল বেলায় ?

গুড মর্নিং সামন্ত। ভাল আছ তো ?

কাকা রায়সাহেবের এই অনভ্যস্ত আমড়াগাছিতে অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে গেলেন।

রায়সাহেব বললেন, সামন্ত আমি বামুনের ছেলে। তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাইব। আজ লক্ষ্মীবার। না কোরো না। কেমন ?

কী যে বলেন স্যার ? আপনাকে আমি ভিক্ষা দেব ?

হ্যাঁ সামন্ত। তাই ?

বলুন স্যার।

তোমার মেয়ে মিনু ...

হ্যাঁ স্যার মিনু।

ওকে আমার চাই।

এমনভাবে রায়সাহেব কথাটা বললেন, সম্ভবত ইচ্ছে করেই কাকাকে আরও ঘাবড়ে দেওয়ার জন্যে যেন নিজের জন্যেই মিনুদিকে চান।

কাকা চুপ করে রইলেন।

কী হল ভায়া, চুপ করে রইলে যে।

না স্যার, ঠিক ...

ওর আমি বিয়ে দেব। কোডারমার সুব্রত সামন্তর সঙ্গে।

তারপর বললেন, তুমি কি জানো যে কোডারমার বানোয়ারীলাল উকিল আমার কাছে এসেছেন তোমার বিরুদ্ধে কেস করার জন্যে ? তুমি কি জানো যে তোমারই হৃদয়হীনতাতে সুব্রতর বাবা পরশুদিন হার্ট অ্যাটাকে মারা গেছেন ? উ আর আ মার্ডারার।

কাকা চুপ করে রইলেন।

রায়সাহেব বললেন, ছিঃ ছিঃ সামন্ত। এ যুগে এমন কথা কেউ শুনেছে ? জাত-পাত গোত্র-টোত্র বলে আজকাল কিছু আছে নাকি ? পুরো পৃথিবীটাই তো একটা গ্রাম হয়ে গেছে। ইয়েস। আ ভিলেজ। আর সেই যুগে বাস করে, তুমি আমার জুনিয়র হয়ে এত বড় একটা অন্যায়কে সাপোর্ট করে আসছ গত পাঁচ বছর হল।

আপনাকে কে বলেছে এসব স্যার ?

তুমি যা ভাবছ তা নয়। তোমার ভাইপো রন্টু বলেনি। সে তোমাকে খুবই মান্য করে। তোমার বিরুদ্ধে সে মরে গেলেও একটি কথাও বলবে না। বললে তো দুবছর আগেই বলতে পারত। বলেছে আমার নাতনিরা। তারা তো সুব্রত আর মিনুকে বহুদিন হল চেনে। ওরা যখন সুব্রতর বাড়ি গেসলো তখন সুব্রতর বাবাই ওদের আলাদা করে ডেকে দু:খের কথাটা জানিয়েছিলেন। তাই তো আমার নাতনিরা বার বার বলছে যে এই কারণেই সুব্রতর বাবার এমন হঠাৎ মৃত্যু হল।

স্যার টার নয়। তুমি সোমবারে আমার সঙ্গে রাঁচিতে এসে দেখা করবে। আমি পাঁজি আনিয়ে রাখব। বাবার মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে বিয়ে হতে পারে না এসব আমি মানি না। আমি ওদের একটা ভাল দিন দেখে সামনের মাসেই ব্রাহ্মমতে বিয়ে দেব। আজকাল মাসতুতো পিসতুতো বোনকে বিয়ে করছে মানুষে। সত্যজিৎ রায়ই তো তাঁর মাসতুতো দিদিকে বিয়ে করেছিলেন। তোমার হৃদয় আমার হোক, আমার হৃদয় তোমার হোক, আমাদের উভয়ের মিলিত জীবন ঈশ্বরের হোক এর চেয়ে কারেক্ট অ্যাপ্রোচ ম্যান অ্যান্ড উওম্যানের মিলনে আর কী হতে পারে। আমি নিজে ব্রাহ্ম। আমার মেয়ের বিয়ে ব্রাহ্ম মতেই হবে। তুমি কোনও ট্যাঁ ফোঁ করবে না।

স্যার।

আর শোনো। আমার স্ত্রী তোমার মেয়ে মিনুকে খুবই পছন্দ করত। তুমি জানো যে আমার কোনও মেয়ে নেই। মিনুর বিয়ের সব খরচ আমি দেব। আমার হাজারিবাগের বাড়িতে গ্র্যান্ড শেষনে বিয়ে দেব। এখন থেকে নেমন্তন্নের লিস্টি তৈরি করো। হাজারিবাগের সব ভাল হোটেল আর ফরেস্ট বাংলো বুক করে দিতে হবে। আমার আত্মীয়রাও সব আসবেন। আমার ভাই, ভাতৃবধূরা, নাতি নাতনিরা। এই দুই নাতনিও

আসবে যদি বাইরে ইতিমধ্যে পালিয়ে না যায়।

স্যার।

আরেকটা কথা শুনে রাখো।

কী স্যার।

তোমার ভাইপো রন্টুকে আমার নাতনিদের খুব পছন্দ হয়েছে। অনেক করেছে ছেলে ওদের জন্যে।

স্যার।

তাহলে সোমবার আসছ। রাতে এখানে থেকে যাবে। সব কথাবার্তা কইতে সময় তো লাগবে।

স্যার।

তাহলে আমি ছাড়ছি। গড ব্লেস উ।

রবিবার সকলে আমি দ্যা রিট্রিট-এ ওদের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেলাম।

রসিকতা টসিকতা সবই হচ্ছিল কিন্তু কোথায় যেন এক অদৃশ্য মেঘ ছিল। চাপা কান্নার মতো। রাঁচি থেকে উর্দিপরা একজন স্মার্ট শিক্ষিত বেয়ারা এবং উর্দিপরা ড্রাইভার এসেছিল রায়সাহেবের আকাশি নীল মার্সিডিজ নিয়ে নাতনিদের নিয়ে যেতে।

ব্রেকফাস্ট শেষ হল। নকুলরা ওদের স্যুটকেস ও টুকিটাকি জিনিস নামিয়ে আনল ঘর থেকে। সীমারিয়ার হাট থেকে রুপোর গয়না কিনেছিল। আর বাঁশের কাজকরা টুপি। গাড়িতে দু বোতল মিনারেল ওয়াটার আর এক ফ্লাস্ক চা তুলে দিল নকুল।

নকুলদের প্রত্যেককে ওরা একটা করে একশ টাকার নোট বকশিস দিল। সামসেরকেও দিয়েছিল গতকাল।

আমি বললাম, আমি কি কিছুই পাব না ?

মলি, আমার রানি মুখার্জি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল আমার চোখে। মুখে কিছু বলল না।

শেলি বলল, আবারও আসব। তোলা রইল।

আমি জানালা দিয়ে হাতটা ঢুকিয়ে দিলাম হ্যান্ডশেক করার জন্যে। মলি হাতটা নিয়ে মৃদু চাপ দিল। কী নরম আর গরম হাত। ছাড়তে ইচ্ছে করছিল না। আর ইচ্ছে করছিল ওর হাতটা ঠোঁটে লাগিয়ে চুমু খাই একটা। কিন্তু গাড়ির চারপাশে এত লোক। সঙ্কোচ হল, ভয়ও হল একটু।

শেলিও হ্যান্ডশেক করল। বলল, বাই-ই-ই।

আমি বললাম, ভাল থাকবেন দুজনেই। খুব ভাল।

শেলি বলল, টেক কেয়ার।

মলি কিছু বলল না, আমার মুখে নয়, ওর দৃষ্টি ছড়ানো ছিল গাড়ির উইন্ডস্ক্রিন ভেদ করে, ড্রাইভে। হয়তো আমার মুখে ও চাইতে চাইছিল না।

গাড়িতে গিয়ার দিল ড্রাইভার। অ্যাক্সিলারেটরে চাপ দিল। এগিয়ে গেল গাড়িটা। নিজামুদ্দিন সেলাম করল। অন্য সকলে নমস্কার। আমি হাত তুললাম।

নকুল বকশিস পেয়েই দৌড়ে গেটের কাছে গিয়ে গেট খুলে দাঁড়িয়েছিল। আবার করজোড়ে নমস্কার করল ও।

মিনুদি খুব খুশি। আশ্চর্য ! কাকাও ব্যাপারটাকে অবশেষে স্পোর্টিংলি গ্রহণ করেছেন। স্বাভাবিকতা ফিরে এসেছে বাড়িতে। মিনুদির সঙ্গে কাকা কথা বলছেন। সোমবার রাঁচি থেকে ফিরে আসার পরে কাকাকে রীতিমতো উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। রায়সাহেব যা প্ল্যান করেছেন বিয়ের তাতে কাকা রীতিমতো ঘাবড়ে গেছেন।

মিনুদি একবার বলেছিল, আমাদের যেমন অবস্থা বিয়ে তেমনভাবেই হওয়া উচিত। কারো দয়া আমাদের নেওয়া উচিত নয়।

সেদিন খেতে বসে, কাকা বলছিলেন, আত্মসম্মান তোরও আমার চেয়ে কম নেই মিনু। মানুষটাকে আমি চিনি। বাধা দিতে গিয়ে সুব্রতর বাবার মৃত্যু ঘটিয়েছি আরেকটা মৃত্যুর কারণ হতে চাই না। এতে দয়ার প্রশ্ন নেই। একজন মস্ত বড় মাপের মানুষের আনন্দর প্রশ্ন আছে। তিনি যদি তোকে আর রন্টুকে তাঁর নিজের সন্তান বলে মনে করে আনন্দ পান তবে আমি এত দীন নই যে তাঁর সে আনন্দে বাধা দেব। রন্টুকে উনি রাঁচি পাঠিয়ে দিতে বলছেন। হাইকোর্টে ওকে Groom করবেন। রায়সাহেবের জুনিয়র হিসেবে প্র্যাকটিস করবে রন্টু এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি ওর জীবনে আর কী আছে ?

আমি বলেছিলাম, আমি যাব না। তোমার কষ্ট হবে গেলে। তোমারও তো বয়স হচ্ছে।

আরে ছগনলাল, গিরিধারী ওরা তো আছে। তুই আসার আগে তো ওরাই চালিয়ে নিচ্ছিল। তাছাড়া মিনুর বিয়ে হয়ে গেলে তুইও রায়সাহেবের আশ্রয় পেলে আমার কাজ করার প্রয়োজনই বা কী ? কাজ ছেড়ে না দিলেও, কমিয়ে দেব।

সবাই কি টাকার জন্যে কাজ করে কাকা ? অনেকেই করে না। তার মধ্যে তুমিও একজন।

কাজ, তুমি কখনওই ছেড়ো না। কাজই তোমার জীবন, তোমার আনন্দ, তোমার একমাত্র সঙ্গী।

কাকা খাওয়া থামিয়ে চুপ করে রইলেন।

আগে মিনুদির বিয়েটা হোক।গ্রীষ্মে বিয়ে। এখনও দেরি আছে মাস দুই। তারপর আমার রাঁচি যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা যাবে। রায়সাহেব ডাকলেই নাচতে নাচতে যেতে হবে তার কোনও মানে নেই। আমার নিজস্ব সিদ্ধান্ত আমি এখনও নিইনি।

আবার সেই জীবনে ফিরে গেছি। সেই মক্কেল, সেই কোর্ট, সেই 'ইওর অনার', সেই ইন্ডিয়ান ইংলিশ অথবা হিন্দিতে সওয়াল। সেইন্ট জেভিয়ার্স কলেজে স্পোকেন ইংলিশটাতে একটু জেল্লা লেগেছিল, এখানে ইংরেজদের মতো ইংরেজি বললে জজসাহেবরা বলেন 'আপকি আংরেজি সব সমঝমে নেহি আতা'। মক্কেলদের কেস জেতা নিয়ে কথা। মারো গোলি ইংরেজিতে। যেমন করে বললে কেস জিততে সুবিধে হয় তেমন করেই বলি।

যথারীতি সাইকেল ঠেঙিয়ে কাছারিতে যাই, কেরিয়ারে ফাইল নিয়ে। বিকেলে বাড়ি ফিরে চা জলখাবার খেয়ে চেম্বারে বসি। মিনুদি নিজের খোলস থেকে বেরিয়ে এসেছে। আমার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। সুব্রতদা প্রায় রোজই একাধিকবার ফোন করেন। কাকা বলেছেন, বিয়ের আগে এ বাড়িতে ওঁর না আসাই ভাল।

মিনুদি রবিবার সকালে ওদের বিদায় দিতে যায়নি তবে শনিবার রাতে গেছিল। ওদের ধন্যবাদ দিতে গেছিল। কেঁদেছিল খুব। সুব্রতদার বাবার মৃত্যুর জন্যে এবং তার ভাগ্য যে নতুন মোড় নিল সে জন্যেও।

ওরা বলেছিল, তোমার ভাইকে ধন্যবাদ দাও। রন্টু না বললে আমরা কি এত সব জানতাম।

দেখতে দেখতে একমাস ঘুরে এল। তিনদিন পরেই পূর্ণিমা। হলুদ থালার মতো চাঁদ উঠেছে আকাশে।

আজ দু একজন মক্কেল এসেছিল আমার কাছে। তাদের বিদায় করে সাইকেলটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে মঙ্গুলালের দোকানে গিয়ে কালি-পিলি জর্দা দিয়ে দুখিলি পান খেয়ে এবং আরও দুখিলি সঙ্গে নিয়ে নির্জন পথে সাইকেল চালিয়ে The Retreat-এ গেলাম।

নকুল বলল, দাদাবাবু রাতে এলেন?

এমনি। বাগানে একটু বসব।

তারপর সাইকেলটা নকুলের জিম্মাতে দিয়ে পেছনে গিয়ে দোলনাতে বসে একটা বিহার পুলিশ পকেট থেকে বের করে ধরালাম।

নকুল বলল, চা কফি কিছু খাবেন দাদাবাবু ?

বললাম না। কিচ্ছু না। তুমি যাও। আমি একটু একা থাকি। খুব মাথা ধরেছে।

ওরা কলকাতা থেকে ফোন করেছিল পৌঁছেই। মিনুদির সঙ্গে কথা বলল, তারপর আমার সঙ্গেও। কেউ জানে না, মিনুদিও নয়, একদিন মলি সকালে মিনুদি যখন স্কুলে তখন ফোন করেছিল আমাকে। বলেছিল, একটা কম্পিউটার কিনে নিন না, ইন্টারনেটে চ্যাট করব। খুব কথা বলতে ইচ্ছে করে।

বলেছিলাম, আমি গরিব লোক, কম্পিউটার পাব কোত্থেকে। মনে মনে কথা বলাই ভাল। আমি আমি, আপনারা আপনারা। ওই একটি দিনের স্মৃতি ভাঙিয়েই আমার বহুবছর কেটে যাবে। আমি বামন। চাঁদ আমার কাছে চাঁদই।

তরপর বললাম, আমার গানটা যেন কারোকে দিয়ে দেওয়া না হয়।

মলি বলল, না দেব না।

তারপর বলল, শেলি অনেক ছবি তুলেছিল। দারুণ এসেছে। পাঠাব আপনাদের।

আপনার একার একটা ছবি পাঠাবেন আমাকে। ভুলবেন না যেন। ওটা আলাদা খামে পাঠাবেন।

কী করা হবে ?

আমার ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দেব। রাতে দরজা বন্ধ করে দেখব আমার রানি মুখার্জিকে।

আপনারও একটা ছবি, শাহরুখ খানের আমি রেখে দেব।

কী করা হবে ?

আপনি যা করবেন, তাই।

ফোন ছেড়ে দিয়ে ভাবছিলাম, আমরা দুজনেই দারুণ ছেলেমানুষ আছি। তাই তো! যতদিন ছেলেমানুষ থাকা যায়।

হাওয়া দিচ্ছে ঝুরুঝুরু। মহুয়া আর চাঁপার গন্ধ এখনও মরেনি। তার উপরে গরম পড়াতে হাসনুহানা আর রজনীগন্ধার গন্ধও জোর হয়েছে। আরও কত জানা ও অজানা ফুলের গন্ধে সমস্ত পরিবেশ ঝিমঝিম করছে।

হঠাৎ মনে হল মলি যেন আমার পাশে বসে আছে।

মনে পড়ল, ও বলেছিল, 'ঠিক যেন স্বপ্নের মতো'। সত্যিই তাই। আমারও মনে হচ্ছিল সাতটা দিন রাত চলে গেল।

স্বপ্নের মতো।